তৃতীয় অধ্যায়

ভূমি গীতা

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে ভূমিদেবী তাঁকে জয় করতে আগ্রহী রাজাদের মূর্খামির বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। এই অধ্যায়ে আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে যদিও কলিযুগ দোষে পরিপূর্ণ, তবুও হরিনাম সঙ্কীর্তন সমস্ত দোষকে ধ্বংস করে।

মহান রাজাগণ, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর হাতের ক্রীড়নকমাত্র, তাঁরা তাদের ষড়রিপু পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মনকে দমন করার ইচ্ছা করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁরা সসাগরা পৃথিবীকে জয় করবেন বলে কল্পনা করেন। তাঁদের এই মিথ্যা আশা দেখে বসুন্ধরা শুধু হাসেন, কেননা পরিণামে তাঁদের সকলকে অবশ্যই এই ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে, যেমনটি অতীতের মহান রাজাদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। অধিকন্তু, পৃথিবী বা পৃথিবীর কিছু অংশ জবর দখল করার পর, যা প্রকৃতপক্ষে অজেয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্য পরিত্যজ্য—পিতা, পুত্র, ভাই, বন্ধু এবং আত্মীয় স্বজনেরা একে নিয়ে কলহে লিপ্ত হয়।

এইভাবে ইতিহাসের পর্যালোচনা স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, সমস্ত প্রকার জাগতিক লাভ হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং এই সিদ্ধান্ত থেকে মানুষের বৈরাগ্য জাগ্রত হওয়া উচিত। চরমে, সমস্ত জীবের পরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করা, যা জীবনের সমস্ত অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে। সত্যযুগে ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ এবং তখনও তাঁর সত্য, দয়া, তপস্যা এবং দান নামক চারটি পা বিদ্যমান ছিল। প্রতিটি পরবর্তী যুগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে, যা ত্রেতা যুগ থেকে শুরু হয়েছিল, ধর্মের এই গুণগুলির প্রতিটি একপাদ করে কমে আসে। কলিযুগে ধর্মের শুধু একটি মাত্র পাদ অবশিষ্ট আছে এবং সেটিও কালের প্রবাহে হারিয়ে যাবে। সত্যযুগে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, ত্রেতাযুগে রজোগুণ, দ্বাপরযুগে রজ তমোর মিশ্র গুণ এবং কলিযুগে তমোগুণেরই প্রাধান্য থাকে। নাস্তিকতা, সমস্ত বস্তুর খর্বতা ও নিকৃষ্টতা এবং শিশ্নোদরপরায়ণতাই হচ্ছে কলিযুগের সুস্পষ্ট লক্ষণ। কলির প্রভাবে কলুষিত জীব পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ভজনা করে না, যদিও শুধুমাত্র তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁর নাম সঙ্কীর্তন করলেই তারা সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম লক্ষ্য লাভ করতে পারে। কিন্তু যদি কোনও ক্রমে কলিযুগের এই সমস্ত বদ্ধ জীবদের হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবান প্রকাশিত হতে পারেন, তাহলে এই যুগের স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কিত সমস্ত প্রকার দোষেরই বিনাশ হবে। কলিযুগ হচ্ছে দোষের সমুদ্র, কিন্তু এর একটি মহান গুণ আছে

—শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্তন করেই মানুষ জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম সত্যকে লাভ করতে পারবে। সত্যযুগে ধ্যানের মাধ্যমে, ত্রেতা যুগে যজ্ঞের মাধ্যমে এবং দ্বাপর যুগে মন্দিরে বিগ্রহ অর্চনের মাধ্যমে যা কিছু লাভ হত, শুধুমাত্র এই সরল হরিকীর্তনের পন্থায় কলিযুগের মানুষেরও সহজেই সেই সবকিছু লাভ হয়ে থাকে।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

দৃষ্ট্বাত্মনি জয়ে ব্যগ্রান্ নৃপান্ হসতি ভূরিয়ম্ ।
অহো মা বিজিগীষন্তি মৃত্যোঃ ক্রীড়নকা নৃপাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **দৃষ্ট্বাঃ**—দেখে; **আত্মনি**—নিজের; **জয়ে**—জয়ের ব্যাপারে; **ব্যগ্রান্**—ব্যগ্রভাবে নিযুক্ত; **নৃপান্**—নৃপগণ; **হসতি**—হাসেন; **ভূঃ**—পৃথিবী; **ইয়ম্**—এই; **অহো**—আহা; **মা**—আমাকে; **বিজিগীষন্তি**—তাঁরা জয় করতে আকাঙ্ক্ষা করেন; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যুর; **ক্রীড়নকাঃ**—ক্রীড়নক; **নৃপাঃ**—রাজাগণ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁকে জয় করার প্রচেষ্টায় ব্যগ্র পৃথিবীর এই রাজাদের দেখে বসুন্ধরা নিজেই হেসেছিলেন, তিনি বললেন—"শুধু দেখ, বস্তুত মৃত্যুর হাতের ক্রীড়নক এই সমস্ত রাজাগণ কিভাবে আমাকে জয় করার আকাঙ্ক্ষা করছে।"

শ্লোক ২

কাম এষ নরেন্দ্রানাং মোঘঃ স্যাদ্ বিদুষামপি ।
যেন ফেনোপমে পিণ্ডে যেঽতিবিশ্রম্ভিতা নৃপাঃ ॥ ২ ॥

কামঃ—কাম; **এষঃ**—এই; **নর-ইন্দ্রাণাম্**—মানুষের শাসনকর্তাগণ; **মোঘঃ**—ব্যর্থতা; **স্যাৎ**—হয়; **বিদুষাম্**—যাঁরা জ্ঞানী; **অপি**—এমন কি; **যেন**—যার দ্বারা (কাম); **ফেন-উপমে**—ফেনার মতো; **পিণ্ডে**—এই পিণ্ডে; **যে**—যারা; **অতি-বিশ্রম্ভিতাঃ**—পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে; **নৃপাঃ**—রাজাগণ।

অনুবাদ

মহান নরেন্দ্রগণ এমন কি পণ্ডিত হলেও জড় কামের বশবর্তী হয়ে হতাশা এবং ব্যর্থতাকে বরণ করেন। কামনার দ্বারা তাড়িত হয়ে এই সমস্ত রাজাগণ দেহ

নামক মৃত মাংসপিণ্ডের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করেন, যদিও এই জড় শরীর জলের ফেনার মতোই ক্ষণস্থায়ী।

শ্লোক ৩-৪

পূর্বং নির্জিত্য ষড়্বর্গং জেষ্যামো রাজমন্ত্রিণঃ ।
ততঃ সচিবপৌরাপ্তকরীন্দ্রানস্য কণ্টকান্ ॥ ৩ ॥
এবং ক্রমেণ জেষ্যামঃ পৃথ্বীং সাগরমেখলাম্ ।
ইত্যাশাবদ্ধহৃদয়া ন পশ্যন্ত্যন্তিকেঽন্তকম্ ॥ ৪ ॥

পূর্বম্—সর্বপ্রথমে; **নির্জিত্য**—জয় করে; **ষট্-বর্গম্**—পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন; **জেষ্যামঃ**—আমরা জয় করব; **রাজ-মন্ত্রিণঃ**—রাজমন্ত্রীগণ; **ততঃ**—তারপর; **সচিব**—ব্যক্তিগত সচিবগণ; **পৌর**—পুরবাসীগণ; **আপ্ত**—বন্ধুগণ; **করি-ইন্দ্রান্**—হস্তীরক্ষকগণ; **অস্য**—নিজেদেরকে মুক্ত করে; **কণ্টকান্**—কাঁটা; **এবম্**—এইভাবে; **ক্রমেণ**—ক্রমে ক্রমে; **জেষ্যামঃ**—আমরা জয় করব; **পৃথ্বীম্**—পৃথিবীকে; **সাগর**—সাগর; **মেখলাম্**—যাঁর মেখলা; **ইতি**—এইভাবে চিন্তা করে; **আশা**—আশার দ্বারা; **বদ্ধা**—বদ্ধ হয়ে; **হৃদয়াঃ**—তাদের হৃদয়; **ন পশ্যন্তি**—তারা দেখে না; **অন্তিকে**—নিকটে; **অন্তকম্**—তাদের নিজেদের মৃত্যু।

অনুবাদ

রাজা এবং রাজনীতিবিদগণ কল্পনা করেন—"প্রথমে আমি আমার মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করব; তারপর আমি আমার প্রধান মন্ত্রীগণকে দমন করব এবং আমার উপদেষ্টামণ্ডলী, প্রজা, বন্ধু ও আত্মীয়দের তথা হস্তীরক্ষকদের কণ্টক থেকে নিজেকে মুক্ত করব। এইভাবে ক্রমে ক্রমে আমি সমগ্র পৃথিবীকে জয় করব। যেহেতু এই সকল নেতাদের হৃদয় বিপুল প্রত্যাশার বন্ধনে আবদ্ধ, তাই তাঁরা নিকটে অপেক্ষমান মৃত্যুকে দর্শন করতে ব্যর্থ হয়।

তাৎপর্য

ক্ষমতা লোভকে তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যে দৃঢ়নিষ্ঠ রাজনীতিবিদগণ, একনায়কতন্ত্রী শাসকগণ ও সেনাপতিগণ কঠোর তপস্যা ও আত্মত্যাগ স্বীকার করেন এবং যথেষ্টভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তারপর তাঁরা তাঁদের বিশাল দেশকে সাগর, ভূমি, বায়ুমণ্ডল এবং মহাকাশ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করার সংগ্রামে চালিত করে। যদিও রাজনৈতিক নেতাগণ এবং তাদের অনুগামীগণ শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করবে, কেননা এই জগতে জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে অনিবার্য, তবুও তারা ক্ষণস্থায়ী মহিমা লাভের জন্য তাদের উন্নত সংগ্রামে অটলভাবে লিপ্ত হয়।

শ্লোক ৫

সমুদ্রাবরণাং জিত্বা মাং বিশন্ত্যব্ধিমোজসা ।
কিয়দাত্মজয়স্যৈতন্মুক্তিরাত্মজয়ে ফলম্ ॥ ৫ ॥

সমুদ্র-আবরণাম্—সমুদ্র দ্বারা আবৃত; **জিত্বা**—জয় করে; **মাম্**—আমাকে; **বিশন্তি**—তাঁরা প্রবেশ করে; **অব্ধিম্**—সমুদ্র; **ওজসা**—তাঁদের শক্তির দ্বারা; **কিয়ৎ**—কতটুকু; **আত্ম-জয়স্য**—নিজেকে জয় করার; **এতৎ**—এই; **মুক্তিঃ**—মুক্তি; **আত্ম-জয়ে**—নিজেকে জয়ের; **ফলম্**—ফল।

অনুবাদ

আমার সমস্ত স্থলভাগ ভূমি জয় করার পর, এই সকল গর্বিত রাজারা সমুদ্র ভাগকেই জয় করার জন্য সবলে সমুদ্রে প্রবেশ করে। যে আত্মসংযমের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক শোষণ, তাদের সেই আত্মসংযমের কী মূল্য আছে? আত্মসংযমের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক মুক্তি।

শ্লোক ৬

যাং বিসৃজ্যৈব মনবস্তৎসুতাশ্চ কুরূদ্বহ ।
গতা যথাগতং যুদ্ধে তাং মাং জেষ্যন্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ৬ ॥

যাম্—যাকে; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **এব**—বাস্তবিকই; **মনবঃ**—মানুষ; **তৎ-সুতাঃ**—তাদের পুত্রগণ; **চ**—ও; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **গতাঃ**—চলে গেছেন; **যথা-আগতম্**—ঠিক যেভাবে তাঁরা প্রথমে এসেছিলেন; **যুদ্ধে**—যুদ্ধে; **তাম্**—তা; **মাম্**—আমাকে, পৃথিবীকে; **জেষ্যন্তি**—তাঁরা জয় করার চেষ্টা করেন; **অবুদ্ধয়ঃ**—বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বসুন্ধরা এইভাবে বলতে লাগলেন—"অতীতে যদিও মহান ব্যক্তি এবং তাঁদের উত্তরসূরীগণ আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, ঠিক যেমন অসহায়ভাবে তাঁরা এই জগতে এসেছিলেন ঠিক তেমনভাবেই তাঁরা এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, তবুও এমনকি আজও মূর্খ মানুষেরা আমাকে জয় করার চেষ্টা করছে।

শ্লোক ৭

মৎকৃতে পিতৃপুত্রাণাং ভ্রাতৃণাং চাপি বিগ্রহঃ ।
জায়তে হ্যসতাং রাজ্যে মমতাবদ্ধচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

মৎকৃতে—আমার জন্য; **পিতৃ-পুত্রাণাম্**—পিতা এবং পুত্রদের মধ্যে; **ভ্রাতৃণাম্**—ভাইদের মধ্যে; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **বিগ্রহঃ**—দ্বন্দ্ব; **জায়তে**—জন্মায়; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসতাম্**—জড়বাদীদের মধ্যে; **রাজ্যে**—রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতার জন্য; **মমতা**—মমত্ব বোধের দ্বারা; **বদ্ধ**—বদ্ধ; **চেতসাম্**—সম্পূর্ণ হৃদয়।

অনুবাদ

"আমাকে জয় করবার জন্য জড়বাদী মানুষেরা পরস্পর যুদ্ধ করে। পিতৃগণ তাঁদের পুত্রদের সঙ্গে বিরোধিতা করেন, ভ্রাতাগণ পরস্পর দ্বন্দ্ব করেন, কেননা তাঁদের হৃদয় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতি বদ্ধ হয়ে আছে।

শ্লোক ৮

মমৈবেয়ং মহী কৃৎস্না ন তে মূঢ়েতি বাদিনঃ ।
স্পর্ধমানা মিথো ঘ্নন্তি ম্রিয়ন্তে মৎকৃতে নৃপাঃ ॥ ৮ ॥

মম—আমার; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ইয়ম্**—এই; **মহী**—ভূমি; **কৃৎস্না**—সমগ্র; **ন**—না; **তে**—তোমার; **মূঢ়া**—হে মূর্খ; **ইতি বাদিনঃ**—এইরকম বলে; **স্পর্ধমানাঃ**—কলহ করে; **মিথঃ**—পরস্পর; **ঘ্নন্তি**—তারা হত্যা করে; **ম্রিয়ন্তে**—তারা নিহত হয়; **মৎকৃতে**—আমার জন্য; **নৃপাঃ**—রাজাগণ।

অনুবাদ

রাজনৈতিক নেতাগণ পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে—"এই সব ভূমি আমার। হে মূর্খ, এটি তোমার নয়।' এইভাবে তারা পরস্পরকে আক্রমণ করে মৃত্যুবরণ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি জগতে অসংখ্য দ্বন্দ্বের প্ররোচনা সৃষ্টিকারী জড়বাদী রাজনৈতিক মানসিকতা সম্পর্কে অত্যন্ত প্রোজ্জ্বল এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা যখন *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অনুবাদ করছি, বৃটিশ এবং আর্জেন্টিনার সৈন্যেরা তখন ক্ষুদ্র ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে তীব্রভাবে লড়াই করছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছে সমস্ত ভূমির মালিক। অবশ্য ভগবৎ ভাবনায় ভাবিত পৃথিবীতেও রাজনৈতিক সীমারেখা থাকে। কিন্তু সেরকম ভগবৎ ভাবনায় ভাবিত পরিবেশে রাজনৈতিক উদ্বেগ অনেকাংশে কমে আসে এবং প্রত্যেকটি দেশের মানুষই পরস্পরকে স্বাগত জানায় এবং প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপনের অধিকারকে শ্রদ্ধা করে থাকে।

শ্লোক ৯-১৩

পৃথুঃ পুরূরবা গাধির্নহুষো ভরতোঽর্জুনঃ ।
মান্ধাতা সগরো রামঃ খট্বাঙ্গো ধুন্ধুহা রঘুঃ ॥ ৯ ॥
তৃণবিন্দুর্যযাতিশ্চ শর্যাতিঃ শন্তনুর্গয়ঃ ।
ভগীরথঃ কুবলয়াশ্বঃ ককুৎস্থো নৈষধো নৃগঃ ॥ ১০ ॥
হিরণ্যকশিপুর্বৃত্রো রাবণো লোকরাবণঃ ।
নমুচিঃ শম্বরো ভৌমো হিরণ্যাক্ষোঽথ তারকঃ ॥ ১১ ॥
অন্যে চ বহবো দৈত্যা রাজানো যে মহেশ্বরাঃ ।
সর্বে সর্ববিদঃ শূরাঃ সর্বে সর্বজিতোঽজিতাঃ ॥ ১২ ॥
মমতাং ময্যবর্তন্ত কৃত্বোচ্চৈর্মর্ত্যধর্মিণঃ ।
কথাবশেষাঃ কালেন হ্যকৃতার্থাঃ কৃতা বিভো ॥ ১৩ ॥

পৃথুঃ পুরূরবাঃ গাধিঃ—মহারাজ পৃথু, পুরুরবা এবং গাধি; **নহুষঃ ভরতঃ অর্জুনঃ**—নহুষ, ভরত এবং কার্তবীর্য অর্জুন; **মান্ধাতা সগরঃ রামঃ**—মান্ধাতা, সগর এবং রাম; **খট্বাঙ্গঃ ধুন্ধুহা রঘুঃ**—খট্বাঙ্গ, ধুন্ধুহা এবং রঘু; **তৃণবিন্দুঃ যযাতিঃ চ**—তৃণবিন্দু এবং যযাতি; **শর্যাতিঃ শন্তনুঃ গয়ঃ**—শর্যাতি, শন্তনু এবং গয়; **ভগীরথঃ কুবলয়াশ্বঃ**—ভগীরথ এবং কুবলয়াশ্ব; **ককুৎস্থঃ নৈষধঃ নৃগঃ**—ককুৎস্থ, নৈষধ এবং নৃগ; **হিরণ্যকশিপুঃ বৃত্রঃ**—হিরণ্যকশিপু এবং বৃত্রাসুর; **রাবণঃ**—রাবণ; **লোক-রাবণঃ**—যিনি সমস্ত জগৎকে কাঁদিয়েছিলেন; **নমুচিঃ শম্বরঃ ভৌমঃ**—নমুচি, শম্বর এবং ভৌম; **হিরণ্যাক্ষঃ**—হিরণ্যাক্ষ; **অথ**—এবং; **তারকঃ**—তারক; **অন্যে**—অন্যরা; **চ**—ও; **বহবঃ**—বহু; **দৈত্যাঃ**—দৈত্যগণ; **রাজানঃ**—রাজাগণ; **যে**—যিনি; **মহা-ঈশ্বরাঃ**—মহা নিয়ন্ত্রকগণ; **সর্বে**—তাদের সকলে; **সর্ববিদঃ**—সর্বজ্ঞ; **শূরাঃ**—বীরগণ; **সর্বে**—সকলে; **সর্ব-জিতঃ**—সর্ব জয়কারী; **অজিতাঃ**—অজেয়; **মমতাম্**—মমত্ববোধ; **ময়ি**—আমার জন্য; **অবর্তন্ত**—তাঁরা বেঁচেছিলেন; **কৃত্বা**—প্রকাশ করে; **উচ্চৈঃ**—বিশেষ মাত্রায়; **মর্ত্য-ধর্মিণঃ**—জন্মমৃত্যুর অধীন; **কথা-অবশেষাঃ**—শুধু ঐতিহাসিক কথা হয়ে থাকা; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অকৃত-অর্থাঃ**—তাদের বাঞ্ছা পূরণে অকৃতার্থ; **কৃতাঃ**—তারা কৃত হয়েছিলেন; **বিভো**—হে ভগবান।

অনুবাদ

পৃথু, পুরূরবা, গাধি, নহুষ, ভরত, কার্তবীর্য অর্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম, খট্বাঙ্গ, ধুন্ধুহা, রঘু, তৃণবিন্দু, যযাতি, শর্যাতি, শন্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, ককুৎস্থ, নৈষধ, নৃগ, হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, সমগ্র জগতে শোক সৃষ্টিকারী রাবণ, শম্বর, ভৌম,

হিরণ্যাক্ষ এবং তারকের মতো রাজাগণ এবং অন্যদের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মহান ক্ষমতার অধিকারী অন্যান্য বহু অসুর এবং রাজাগণ সকলেই ছিলেন সর্ববিদ্ বীর, সর্বজয়ী এবং অজেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হে সর্বশক্তিমান ভগবান, যদিও তাঁরা আমাকে জয় করার জন্য সুতীব্র প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করেছিলেন, তবুও এই সকল রাজারা কাল প্রবাহের অধীন হয়েছিলেন, যে কাল তাদের সকলকেই শুধুমাত্র ইতিহাসের কথায় রূপান্তরিত করে দিয়েছে। তাঁদের কেউই স্থায়ীভাবে তাঁদের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

তাৎপর্য

শ্রীধর স্বামীর সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও এ কথা নিশ্চিত করেছেন যে এখানে উল্লেখিত রাম ভগবানের অবতার শ্রীরামচন্দ্র নন। পৃথু মহারাজকে পরমেশ্বর ভগবানের অবতার বলে গণ্য করা হয় যিনি সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য দাবী করে সম্পূর্ণরূপে একজন পার্থিব রাজার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছিলেন। পৃথু মহারাজের মতো সন্ত স্বভাবের রাজা নিশ্চয় পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেন, অপরপক্ষে হিরণ্যকশিপু এবং রাবণের মতো রাজারা তাদের ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য পৃথিবীকে শোষণ করার চেষ্টা করেন। তা সত্ত্বেও, সাধু এবং অসুর—উভয় প্রকৃতির রাজাদেরই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। এইভাবে তাঁদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব শেষ পর্যন্ত কালের প্রভাবে প্রশমিত হয়েছিল।

আধুনিক যুগের রাজনৈতিক নেতারা এমনকি ক্ষণস্থায়ীভাবেও সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তাদের ঐশ্বর্য এবং বুদ্ধিও সীমাহীন নয়। হতাশাজনকভাবে ক্ষুদ্র ক্ষমতার অধিকারী, অল্প আয়ু উপভোগকারী এবং জীবন সম্পর্কে গভীর বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত আধুনিক নেতাগণ নিশ্চিতরূপে হতাশা এবং দিগভ্রান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক মাত্র।

শ্লোক ১৪

কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং
বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাম্ ।
বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো
বচোবিভূতীর্ন তু পারমার্থ্যম্ ॥ ১৪ ॥

কথা—বর্ণনা; **ইমাঃ**—এই সকল; **তে**—তোমার কাছে; **কথিতাঃ**—কথিত হয়েছে; **মহীয়সাম্**—মহান রাজাদের; **বিতায়**—প্রসার করে; **লোকেষু**—সমস্ত জগৎ জুড়ে;

যশঃ—তাদের খ্যাতি; **পরেয়ুষাম্**—যাঁরা দেহত্যাগ করেছেন; **বিজ্ঞান**—দিব্যজ্ঞান; **বৈরাগ্য**—এবং বৈরাগ্য; **বিবক্ষয়া**—শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছায়; **বিভো**—হে শক্তিশালী পরীক্ষিৎ; **বচঃ**—বাক্যের; **বিভূতীঃ**—সজ্জা; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **পারমার্থ্যম্**—পরমার্থ।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে শক্তিশালী পরীক্ষিৎ, আমি তোমার কাছে সেই সমস্ত মহান রাজাদের কথা বর্ণনা করেছি যারা জগৎ জুড়ে তাঁদের খ্যাতির প্রসার করে এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল দিব্যজ্ঞান এবং বৈরাগ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। রাজাদের কাহিনী এই সমস্ত বর্ণনাকে সমৃদ্ধ করে কিন্তু সেগুলি জ্ঞানের পরম বিষয় নয়।

তাৎপর্য

যেহেতু *শ্রীমদ্ভাগবতের* সমস্ত বর্ণনা পাঠককে দিব্যজ্ঞানের পূর্ণতা দান করে, তাই এ সবই পারমার্থিক শিক্ষাই দান করে যদিও আপাত বিচারে সেগুলি রাজাদের কাহিনী বা জড় বিষয়ের আলোচনা বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে সমস্ত সাধারণ বর্ণনাও দিব্য কথায় রূপান্তরিত হয় যা তার পাঠককে জীবনের পূর্ণতা দান করতে সক্ষম হয়।

শ্লোক ১৫

যস্ত্বুত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥ ১৫ ॥

যঃ—যা; **তু**—অপরপক্ষে; **উত্তম-শ্লোক**—উত্তমশ্লোক পরমেশ্বর ভগবান; **গুণ**—গুণের; **অনুবাদঃ**—পুনরাবৃত্তি; **সঙ্গীয়তে**—গীত হয়; **অভীক্ষ্ণম্**—সর্বদা; **অমঙ্গল-ঘ্নঃ**—অমঙ্গল নাশকারী; **তম্**—তা; **এব**—বাস্তবিকই; **নিত্যম্**—নিয়মিত; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করা উচিত; **অভীক্ষ্ণম্**—অবিরাম; **কৃষ্ণে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণে; **অমলম্**—অমল; **ভক্তিম্**—ভক্তিমূলক সেবা; **অভীপ্সমানঃ**—যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন।

অনুবাদ

যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা লাভ করতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁর পক্ষে উত্তমশ্লোক ভগবানের গুণ মহিমার কথা শ্রবণ করা উচিত, যাঁর অবিরাম নাম সঙ্কীর্তন সর্ব অমঙ্গল বিনাশ করে। ভক্তের কর্তব্য

প্রত্যহ সাধুসঙ্গে নিয়মিত হরিকথা শ্রবণে নিযুক্ত থাকা এবং সারাদিনই এই শ্রবণ চালিয়ে যাওয়া।

তাৎপর্য

যেহেতু কৃষ্ণকথা হচ্ছে শুভ এবং দিব্য, তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক লীলা সমূহের কথা প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করাই হচ্ছে নিঃসন্দেহে পরম শ্রবণীয় বিষয়। '*নিত্যম্*' কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে কৃষ্ণকথা নিয়মিত অনুশীলন করা উচিত এবং '*অভীক্ষ্ণম্*' শব্দে সেই রকম চিন্ময় উপলব্ধির অবিরাম স্মরণকেই বুঝায়।

শ্লোক ১৬

শ্রীরাজোবাচ

কেনোপায়েন ভগবন্ কলের্দোষান্ কলৌ জনাঃ ।
বিধমিষ্যন্ত্যুপচিতাংস্তন্মে ব্রূহি যথা মুনে ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **কেন**—কিসের দ্বারা; **উপায়েন**—উপায়; **ভগবন্**—হে ভগবন; **কলেঃ**—কলিযুগের; **দোষান্**—দোষসমূহ; **কলৌ**—কলিযুগে বাস করে; **জনাঃ**—জনগণ; **বিধমিষ্যন্তি**—মুক্ত করবে; **উপচিতান্**—সঞ্চিত; **তৎ**—সেই; **মে**—আমার প্রতি; **ব্রূহি**—অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করুন; **যথা**—যথাযথভাবে; **মুনে**—হে মুনিবর।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে ভগবন, কলিযুগে বসবাসকারী মানুষেরা কিভাবে এই যুগের পুঞ্জীভূত কলুষ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করবে? হে মুনিবর, অনুগ্রহ করে একথা আমার কাছে ব্যাখ্যা করুন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন এক সহানুভূতিশীল সন্ত প্রকৃতির শাসক। এইভাবে কলিযুগের জঘন্য দোষের কথা শ্রবণ করে স্বভাবতই তিনি জানতে চাইলেন যে এই যুগে জাত ব্যক্তিরা কিভাবে এই যুগের অন্তর্নিহিত কলুষ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবে।

শ্লোক ১৭

যুগানি যুগধর্মাংশ্চ মানং প্রলয়কল্পয়োঃ ।
কালস্যেশ্বররূপস্য গতিং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥

যুগানি—মহাজাগতিক ঐতিহাসিক যুগসমূহ; **যুগ-ধর্মান্**—প্রতিটি যুগের বিশেষ গুণাবলী; **চ**—এবং; **মানম্**—পরিমাণ; **প্রলয়**—প্রলয়ের; **কল্পয়োঃ**—এবং ব্রহ্মাণ্ড পালনের; **কালস্য**—কালের; **ঈশ্বর-রূপস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিত্ব; **গতিম্**—গতি; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **মহাত্মানঃ**—ভগবান।

অনুবাদ

অনুগ্রহ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন যুগসমূহের ইতিহাস, প্রতিটি যুগের বিশেষ গুণাবলী, ব্রহ্মাণ্ড পালনের স্থিতিকাল, প্রলয় এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি কাল প্রবাহ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।

শ্লোক ১৮

শ্রীশুক উবাচ

কৃতে প্রবর্ততে ধর্মশ্চতুষ্পাৎ তজ্জনৈর্ধৃতঃ ।
সত্যং দয়া তপো দানমিতি পাদা বিভোর্নৃপ ॥ ১৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **কৃতে**—সত্যযুগে; **প্রবর্ততে**—আছে; **ধর্মঃ**—ধর্ম; **চতুঃ-পাৎ**—চার পদবিশিষ্ট; **তৎ**—সেই যুগের; **জনৈঃ**—জনগণের দ্বারা; **ধৃতঃ**—পালিত; **সত্যম্**—সত্য; **দয়া**—দয়া; **তপঃ**—তপস্যা; **দানম্**—দান; **ইতি**—এইভাবে; **পাদাঃ**—পদ সমূহ; **বিভোঃ**—শক্তিশালী ধর্মের; **নৃপ**—হে রাজন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—"হে রাজন্, শুরুতে সত্যযুগে ধর্মের চারটি পা অক্ষত ছিল এবং তৎকালীন মানুষ তা সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। শক্তিশালী ধর্মের এই চারটি পা হচ্ছে সত্য, দয়া, তপস্যা এবং দান।

তাৎপর্য

ঠিক যেমন চারটি ঋতু রয়েছে, তেমনি পৃথিবীতে চারটি যুগও রয়েছে যার প্রত্যেকটি শতসহস্র বছর ধরে চলতে থাকে। এদের প্রথমটি হচ্ছে সত্যযুগ, যখন দান ইত্যাদি সৎ গুণগুলি বলবৎ থাকে।

এখানে 'দান' শব্দে যা বুঝানো হয়েছে, প্রকৃত অর্থে সেই দান হচ্ছে অপরকে স্বাধীনতা এবং অভয় দান করা, কিছু ক্ষণস্থায়ী জড় সুখ বা স্বস্তি লাভের উপায় দান করাকে বুঝাচ্ছে না। যে কোন জড় দাতব্য ব্যবস্থাপনা অনিবার্যভাবে কালের প্রবাহে চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। এইভাবে কালের ঊর্ধ্বে আত্মার নিত্য অস্তিত্ব সম্পর্কে উপলব্ধিই কেবল মানুষকে অভয় দান করতে পারে এবং কেবল জড় বাসনা থেকে মুক্তিলাভ করাই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি কেননা তা মানুষকে জড়া প্রকৃতির নিয়মের

বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের ক্ষমতা দান করে। তাই প্রকৃত দান হচ্ছে মানুষকে তাদের নিত্য চিন্ময় চেতনার পুনর্জাগরণে সাহায্য করা।

এখানে ধর্মকে বিভু অর্থাৎ শক্তিশালী বলা হয়েছে, কারণ মহাজাগতিক ধর্ম পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন নয় এবং চরমে তা মানুষকে ভগবদ্ধামে নিয়ে যায়। এখানে যে সমস্ত গুণগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ সত্য, দয়া, তপস্যা এবং দান—এগুলি হচ্ছে সার্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক, পুণ্যবান জীবনের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে শুচিতাকে ধর্মের প্রথম পা বলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এটি হচ্ছে দান শব্দেরই বিকল্প সংজ্ঞা।

শ্লোক ১৯

সন্তুষ্টাঃ করুণা মৈত্রাঃ শান্তা দান্তাস্তিতিক্ষবঃ ।
আত্মারামাঃ সমদৃশঃ প্রায়শঃ শ্রমণা জনাঃ ॥ ১৯ ॥

সন্তুষ্টাঃ—সন্তুষ্ট; **করুণাঃ**—করুণাময়; **মৈত্রাঃ**—বন্ধুভাবাপন্ন; **শান্তাঃ**—শান্ত; **দান্তাঃ**—আত্ম-সংযত; **তিতিক্ষবঃ**—সহিষ্ণু; **আত্মারামাঃ**—অন্তর থেকে উৎসাহিত; **সমদৃশঃ**—সমদৃষ্টি সম্পন্ন; **প্রায়শঃ**—প্রায়শই; **শ্রমণাঃ**—অধ্যবসায়ের সঙ্গে (আত্মোপলব্ধির জন্য) প্রচেষ্টা করে; **জনাঃ**—জনগণ।

অনুবাদ

সত্যযুগের মানুষেরা প্রায়শই আত্মতৃপ্ত, দয়াশীল, সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, প্রশান্ত, ধীর এবং সহিষ্ণু। তাঁরা আত্মারাম, সমদর্শী এবং সর্বদাই পারমার্থিক পূর্ণতা লাভের জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রচেষ্টা করেন।

তাৎপর্য

সমদর্শনের ভিত্তি হচ্ছে সমস্ত জড় বৈচিত্রের নেপথ্যে এবং জীবের অন্তরে অবস্থিত পরমাত্মার উপস্থিতিকে উপলব্ধি করা।

শ্লোক ২০

ত্রেতায়াং ধর্মপাদানাং তুর্যাংশো হীয়তে শনৈঃ ।
অধর্মপাদৈরনৃতহিংসাসন্তোষবিগ্রহৈঃ ॥ ২০ ॥

ত্রেতায়াম্—দ্বিতীয় যুগে; **ধর্ম-পাদানাম্**—ধর্মের পাদসমূহের; **তুর্য**—চার ভাগের একভাগ; **অংশঃ**—অংশ; **হীয়তে**—হারিয়ে গেছে; **শনৈঃ**—ক্রমে ক্রমে; **অধর্ম-পাদৈঃ**—অধর্মের পাদ সমূহের দ্বারা; **অনৃত**—মিথ্যার দ্বারা; **হিংসা**—হিংসা; **অসন্তোষ**—অসন্তোষ; **বিগ্রহৈঃ**—কলহ।

অনুবাদ

ত্রেতাযুগে ধর্মের প্রতিটি পা অধর্মের চারিটি স্তম্ভের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে এক চতুর্থাংশ করে কমে আসবে। অধর্মের এই চারটি পা হচ্ছে—মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ এবং কলহ।

তাৎপর্য

মিথ্যার দ্বারা সত্য, হিংসার দ্বারা দয়া, অসন্তোষের দ্বারা তপস্যা এবং কলহের দ্বারা দান এবং শুচিতার ক্ষয় হয়।

শ্লোক ২১

তদা ক্রিয়াতপোনিষ্ঠা নাতিহিংস্রা ন লম্পটাঃ ।
ত্রৈবর্গিকাস্ত্রয়ীবৃদ্ধা বর্ণা ব্রহ্মোত্তরা নৃপ ॥ ২১ ॥

তদা—তারপর (ত্রেতাযুগে); **ক্রিয়া**—যজ্ঞাদি ক্রিয়ার প্রতি; **তপঃ**—এবং তপস্যার প্রতি; **নিষ্ঠাঃ**—নিষ্ঠাযুক্ত; **ন অতি-হিংস্রাঃ**—অতি হিংসা নয়; **ন লম্পটাঃ**—অনিয়ন্ত্রিতভাবে ইন্দ্রিয় ভোগের বাসনা না করে; **ত্রৈবর্গিকাঃ**—ধর্ম, অর্থ এবং কাম উপভোগরূপ ত্রিবর্গের প্রতি আগ্রহী; **ত্রয়ী**—তিন বেদের দ্বারা; **বৃদ্ধাঃ**—সমৃদ্ধ করেছিল; **বর্ণাঃ**—সমাজের চারটি বর্ণ; **ব্রহ্ম-উত্তরাঃ**—অধিকাংশ ব্রাহ্মণ; **নৃপ**—হে রাজন।

অনুবাদ

ত্রেতাযুগে মানুষ যজ্ঞ-অনুষ্ঠান এবং তপস্যার প্রতি নিষ্ঠা পরায়ণ। তারা অতি হিংস্র বা অতি লম্পট নয়। তাদের স্বার্থ মূলত ধর্ম, অর্থ এবং নিয়ন্ত্রিত কামের মধ্যেই নিহিত। তিনটি বেদের নির্দেশ অনুসরণ করে তারা সমৃদ্ধি লাভ করে। হে রাজন, এই ত্রেতাযুগের সমাজ যদিও চারটি পৃথক বর্ণে বিকশিত, তবুও অধিকাংশ মানুষই ব্রাহ্মণ।

শ্লোক ২২

তপঃসত্যদয়াদানেষ্বর্ধং হ্রস্বতি দ্বাপরে ।
হিংসাতুষ্ট্যনৃতদ্বেষৈর্ধর্মস্যাধর্মলক্ষণৈঃ ॥ ২২ ॥

তপঃ—তপস্যার; **সত্য**—সত্য; **দয়া**—দয়া; **দানেষু**—এবং দান; **অর্ধম্**—অর্ধ; **হ্রস্বতি**—হ্রাস পায়; **দ্বাপরে**—দ্বাপর যুগে; **হিংসা**—হিংসা; **অতুষ্টি**—অসন্তোষ; **অনৃত**—মিথ্যা; **দ্বেষৈঃ**—বিদ্বেষের দ্বারা; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **অধর্ম-লক্ষণৈঃ**—অধর্ম লক্ষণের দ্বারা।

অনুবাদ

দ্বাপর যুগে তপস্যা, সত্য, দয়া এবং দান—এই সকল ধর্ম লক্ষণগুলি তাদের প্রতিপক্ষীয় অধর্ম লক্ষণ অসন্তোষ, মিথ্যা, হিংসা এবং বিদ্বেষের দ্বারা অর্ধেক পরিমাণে হ্রাস পায়।

শ্লোক ২৩

যশস্বিনো মহাশীলাঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নে রতাঃ ।
আঢ্যাঃ কুটুম্বিনো হৃষ্টা বর্ণাঃ ক্ষত্রদ্বিজোত্তরাঃ ॥ ২৩ ॥

যশস্বিনঃ—যশ লাভের জন্য ব্যগ্র; **মহাশীলাঃ**—মহান; **স্বাধ্যায়-অধ্যয়নে**—বৈদিক শাস্ত্রের অধ্যয়নে; **রতাঃ**—নিমগ্ন; **আঢ্যাঃ**—সমৃদ্ধিশালী; **কুটুম্বিনঃ**—বহু কুটুম্বপূর্ণ বড় পরিবার; **হৃষ্টাঃ**—উৎফুল্ল; **বর্ণাঃ**—সমাজের চারটি বর্ণ; **ক্ষত্র-দ্বিজ-উত্তরাঃ**—প্রধানত ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ প্রতিনিধিতে পরিপূর্ণ।

অনুবাদ

দ্বাপরযুগের মানুষ যশ লাভে উৎসাহী এবং অতি মহান প্রকৃতির। তাঁরা বেদ অধ্যয়নে রত হয়, মহা সমৃদ্ধিশালী, বহু কুটুম্বে পূর্ণ বিশাল পরিবারের ভরণপোষণে রত এবং প্রাণবন্ত উৎফুল্ল জীবন উপভোগ করেন। চারিটি বর্ণের মধ্যে, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দেরই প্রাধান্য থাকে।

শ্লোক ২৪

কলৌ তু ধর্মপাদানাং তুর্যাংশোঽধর্মহেতুভিঃ ।
এধমানৈঃ ক্ষীয়মাণো হ্যন্তে সোঽপি বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ২৪ ॥

কলৌ—কলিযুগে; **তু**—এবং; **ধর্ম-পাদানাম্**—ধর্মের পাদসমূহের; **তুর্য-অংশঃ**—এক চতুর্থাংশ; **অধর্ম**—অধর্মের; **হেতুভিঃ**—নীতির দ্বারা; **এধমানৈঃ**—বর্ধমান; **ক্ষীয়মাণঃ**—ক্ষীয়মাণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অন্তে**—শেষভাগে; **সঃ**—সেই এক চতুর্থাংশ; **অপি**—ও; **বিনঙ্ক্ষ্যতি**—ধ্বংস হবে।

অনুবাদ

কলিযুগে ধর্মের এক চতুর্থাংশ ভাগই শুধু অবশিষ্ট থাকে। নিত্য বর্ধমান অধর্মের প্রভাবে সেই অবশিষ্ট ভাগটিও অবিরাম হ্রাস পেতে থাকবে এবং অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

শ্লোক ২৫

তস্মিন্ লুব্ধা দুরাচারা নির্দয়াঃ শুষ্কবৈরিণঃ ।
দুর্ভগা ভূরিতর্ষাশ্চ শূদ্রদাসোত্তরাঃ প্রজাঃ ॥ ২৫ ॥

তস্মিন্—সেই যুগে; **লুব্ধাঃ**—লোভী; **দুরাচারাঃ**—দুরাচার; **নির্দয়াঃ**—নির্দয়; **শুষ্ক-বৈরিণঃ**—অনাবশ্যক কলহপ্রবণ; **দুর্ভগাঃ**—দুর্ভাগা; **ভূরি-তর্ষাঃ**—বহু বাসনায় জর্জরিত; **চ**—এবং; **শূদ্র-দাস-উত্তরাঃ**—প্রধানত বর্বর এবং নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ।

অনুবাদ

কলিযুগে মানুষ লোভপ্রবণ, দুরাচার এবং নির্দয় এবং তারা কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়াই পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়। জড় বাসনায় জর্জরিত কলিযুগের দুর্ভাগা মানুষদের অধিকাংশই শূদ্র এবং বর্বরশ্রেণীর।

তাৎপর্য

এই যুগে আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি যে অধিকাংশ লোকই হচ্ছে শ্রমিক, কেরাণী, জেলে, কারিগর এবং শূদ্র শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য প্রকার কর্মী। জ্ঞানী, ভক্ত এবং মহান রাজনৈতিক নেতা অতি বিরল। এমনকি স্বাধীন ব্যবসায়ী এবং কৃষকরাও লুপ্তপ্রায় বংশধর মাত্র। কেননা বিশাল ব্যবসায়ী পুঁজিপতিরা ক্রমবর্ধমান হারে তাদেরকে অধীনস্থ কর্মচারীরূপেই রূপান্তরিত করছে। পৃথিবীর সুবিশাল এলাকা ইতিমধ্যেই বর্বর বা অর্ধবর্বর জনগণের দ্বারা অধ্যুষিত হয়ে গেছে যা সমগ্র পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক এবং নিরানন্দময় করে তুলেছে। বর্তমানের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই বিষণ্ণ পরিবেশকে সংশোধন করার শক্তিতে আবিষ্ট হয়েছে। ভয়ঙ্কর কলিযুগের পক্ষে এই হচ্ছে একমাত্র ভরসা।

শ্লোক ২৬

সত্ত্বং রজস্তম ইতি দৃশ্যন্তে পুরুষে গুণাঃ ।
কালসঞ্চোদিতাস্তে বৈ পরিবর্তন্তে আত্মনি ॥ ২৬ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্ব; **রজঃ**—রজ; **তমঃ**—অজ্ঞানতা; **ইতি**—এইভাবে; **দৃশ্যন্তে**—দেখা যায়; **পুরুষে**—ব্যক্তির মধ্যে; **গুণাঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ; **কাল-সঞ্চোদিতাঃ**—কালপ্রভাবে; **তে**—তারা; **বৈ**—বস্তুত; **পরিবর্তন্তে**—পরিবর্তিত হয়; **আত্মনি**—মনে।

অনুবাদ

সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই জড় গুণগুলি, মানুষের মনের মধ্যে যাদের পরিবর্তন দৃষ্ট হয়—কালের প্রভাবেই গতিশীল হয়ে উঠে।

তাৎপর্য

এই সকল শ্লোকে বর্ণিত চারটি যুগ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রকাশ। সত্যযুগে জড় জাগতিক সত্ত্বগুণই অধিক প্রকাশিত আর কলিযুগে তমোগুণই অধিক প্রকাশিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিটি যুগেই অন্য তিনটি যুগ সাময়িকভাবে অধীনস্থ যুগ হিসাবে প্রকাশিত হয়। এইভাবে এমনকি সত্যযুগেও তমোগুণে আচ্ছন্ন অসুরের প্রাদুর্ভাব হতে পারে এবং কলিযুগেও কিছু সময়ের জন্য সর্বোচ্চ ধর্মনীতি প্রস্ফুটিত হতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্বত্র এবং প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ বর্তমান আছে। কিন্তু অধিক প্রভাব বিস্তারকারী গুণ বা গুণের সমষ্টিই যে কোন জড়ীয় বিষয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। তাই, প্রতিটি যুগেই বিভিন্ন আনুপাতিক হারে এই তিনটি গুণ বর্তমান থাকে। সত্ত্বগুণের প্রতিরূপ (সত্যযুগ) রজোগুণের প্রতিভূ (ত্রেতা), রজ এবং তমোগুণের মিশ্র প্রাধান্যে দ্বাপর বা তমোপ্রধান কলি—প্রতিটি বিশেষ যুগই অন্যান্য প্রতিটি যুগের অভ্যন্তরে অধীনস্থ যুগরূপে বর্তমান থাকে।

শ্লোক ২৭

প্রভবন্তি যদা সত্ত্বে মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ ।
তদা কৃতযুগং বিদ্যাজ্জ্ঞানে তপসি যদ্ রুচিঃ ॥ ২৭ ॥

প্রভবন্তি—তারা প্রধানত প্রকাশিত হয়; **যদা**—যখন; **সত্ত্বে**—সত্ত্বগুণে; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **চ**—এবং; **তদা**—তখন; **কৃত-যুগম্**—সত্য যুগ; **বিদ্যাৎ**—উপলব্ধি করা উচিত; **জ্ঞানে**—জ্ঞানে; **তপসি**—এবং তপস্যা; **যৎ**—যখন; **রুচিঃ**—আনন্দ।

অনুবাদ

যখন মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমূহ দৃঢ়ভাবে সত্ত্বগুণে স্থিত হয়, সেই সময়কে সত্যযুগ বলে বুঝতে হবে। সেই সময় মানুষ জ্ঞান এবং তপস্যায় আনন্দলাভ করে।

তাৎপর্য

কৃত শব্দের অর্থ হচ্ছে 'অনুষ্ঠিত' বা 'সম্পাদিত' এইভাবে সত্যযুগে সমস্ত ধর্মীয় কর্তব্যগুলি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং পারমার্থিক জ্ঞান ও তপস্যায় মানুষ মহানন্দ অনুভব করে। এমনকি কলিযুগেও সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত মানুষেরা পারমার্থিক জ্ঞান অনুশীলন এবং নিয়মিত তপ-অনুষ্ঠানে আনন্দলাভ করে। এই মহান স্থিতি তাঁর পক্ষেই লাভ করা সম্ভব যিনি যৌন কামনাকে জয় করেছেন।

শ্লোক ২৮

যদা কর্মসু কাম্যেষু ভক্তির্যশসি দেহিনাম্ ।
তদা ত্রেতা রজোবৃত্তিরিতি জানীহি বুদ্ধিমন্ ॥ ২৮ ॥

যদা—যখন; **কর্মসু**—কর্তব্য কর্মে; **কাম্যেষু**—স্বার্থ কেন্দ্রিক কামনা ভিত্তিক; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **যশসি**—যশে; **দেহিনাম্**—দেহবদ্ধ জীবাত্মা; **তদা**—তখন; **ত্রেতা**—ত্রেতাযুগ; **রজঃ-বৃত্তিঃ**—রজোগুণ প্রধান কর্ম; **ইতি**—এইভাবে; **জানীহি**—তোমার জানা উচিত; **বুদ্ধিমান্**—হে বুদ্ধিমান মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে বুদ্ধিমান, দেহবদ্ধ জীব যখন ব্যক্তিগত যশ লাভের অভিপ্রায়ে নিষ্ঠা সহকারে তাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে, তখন তাকে ত্রেতা যুগের পরিস্থিতি বলে বুঝতে হবে। এই যুগে রজোগুণের প্রভাবই প্রাধান্য পায়।

শ্লোক ২৯

যদা লোভস্ত্বসন্তোষো মানো দম্ভোঽথ মৎসরঃ ।
কর্মণাং চাপি কাম্যানাং দ্বাপরং তদ্ রজস্তমঃ ॥ ২৯ ॥

যদা—যখন; **লোভঃ**—লোভ; **তু**—বাস্তবিকই; **অসন্তোষঃ**—অসন্তোষ; **মানঃ**—মিথ্যা অহঙ্কার; **দম্ভঃ**—কপটতা; **অথ**—এবং; **মৎসরঃ**—ঈর্ষা; **কর্মণাম্**—কর্মসমূহের; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **কাম্যানাম্**—স্বার্থপর; **দ্বাপরম্**—দ্বাপরযুগ; **তৎ**—তা; **রজঃ-তমঃ**—মিশ্র রজ ও তমোগুণ প্রধান।

অনুবাদ

যখন লোভ, অসন্তোষ, অহংকার, কপটতা ও ঈর্ষা প্রাধান্য পায় এবং সেই সঙ্গে স্বার্থপর কর্মের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়, মিশ্র তম ও রজোগুণ প্রধান সেই যুগটিই হচ্ছে দ্বাপর যুগ।

শ্লোক ৩০

যদা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম্ ।
শোকমোহৌ ভয়ং দৈন্যং স কলিস্তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥

যদা—যখন; **মায়া**—প্রতারণা; **অনৃতম্**—মিথ্যাভাষণ; **তন্দ্রা**—তন্দ্রা; **নিদ্রা**—নিদ্রা এবং নেশা; **হিংসা**—হিংসা; **বিষাদনম্**—বিষাদ; **শোক**—শোক; **মোহৌ**—এবং মোহ; **ভয়ম্**—ভয়; **দৈন্যম্**—দরিদ্র; **সঃ**—তা; **কলিঃ**—কলিযুগ; **তামসঃ**—তমোগুণের; **স্মৃতঃ**—বিবেচিত হয়।

অনুবাদ

যখন প্রতারণা, মিথ্যাভাষণ, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, বিষাদ, শোক, মোহ, ভয় এবং দরিদ্র প্রাধান্য পায়, তমোগুণ প্রধান সেই যুগই হচ্ছে কলিযুগ।

তাৎপর্য

কলিযুগে, জনগণ প্রায় সর্বতোভাবে স্থূল জড়বাদের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ এবং আত্মোপলব্ধির সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

শ্লোক ৩১

তস্মাৎ ক্ষুদ্রদৃশো মর্ত্যাঃ ক্ষুদ্রভাগ্যা মহাশনাঃ ।
কামিনো বিত্তহীনাশ্চ স্বৈরিণ্যশ্চ স্ত্রিয়োঽসতীঃ ॥ ৩১ ॥

তস্মাৎ—কলিযুগের এইসব দোষের জন্য; **ক্ষুদ্র-দৃশঃ**—ক্ষুদ্র দৃষ্টিসম্পন্ন; **মর্ত্যাঃ**—মানুষ; **ক্ষুদ্র-ভাগ্যাঃ**—হতভাগ্য; **মহা-অশনাঃ**—ভুরি ভোজনে অভ্যস্থ; **কামিনঃ**—কামুক; **বিত্ত-হীনাঃ**—বিত্তহীন; **চ**—এবং; **স্বৈরিণ্যঃ**—সামাজিক ব্যবহারে স্বেচ্ছাচারী; **চ**—এবং; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; **অসতীঃ**—অসতী।

অনুবাদ

কলিযুগের অসদগুণাবলীর জন্য মানুষ ক্ষুদ্রদৃষ্টিসম্পন্ন, দুর্ভাগা, ভুরিভোজী, কামুক এবং দরিদ্র হবে। স্ত্রীজাতি অসতী হয়ে স্বেচ্ছাচারিণী ভাবে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে গমন করবে।

তাৎপর্য

কলিযুগে কিছু কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে যৌন ব্যভিচারকে সমর্থন করে। বস্তুতপক্ষে, দেহের সঙ্গে আত্মার তাদাত্ম্য বোধ এবং আত্মাকে পরিত্যাগ করে শুধু দেহের মধ্যেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনুসন্ধান করা হচ্ছে গভীরতম অজ্ঞানের অন্ধকার তথা কামের প্রতি দাসত্বের লক্ষণ। স্ত্রীরা যখন অসতী হয়, তখন বিবাহ বন্ধনের বাইরে কাম উপভোগের ফলস্বরূপ বহু সন্তানের জন্ম হয়। ঐ শিশুরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রতিকূল পরিবেশে বড় হয় এবং এইভাবে স্নায়ুরোগগ্রস্ত এক অজ্ঞ সমাজের উদ্ভব হয়। এইসব লক্ষণ ইতিমধ্যেই বিশ্বের সর্বত্র প্রকাশিত হচ্ছে।

শ্লোক ৩২

দস্যুৎকৃষ্টা জনপদা বেদাঃ পাষণ্ডদূষিতাঃ ।
রাজানশ্চ প্রজাভক্ষাঃ শিশ্নোদরপরা দ্বিজাঃ ॥ ৩২ ॥

দস্যু-উৎকৃষ্টাঃ—দস্যু তস্কর অধ্যুষিত; **জনপদাঃ**—জনপদগুলি; **বেদাঃ**—বৈদিক শাস্ত্রসমূহ; **পাষণ্ড**—নাস্তিকগণ; **দূষিতাঃ**—দূষিত; **রাজানঃ**—রাজনৈতিক নেতাগণ; **চ**—এবং; **প্রজা-ভক্ষাঃ**—প্রজাদের ভক্ষণকারী; **শিশ্ন-উদর**—উপস্থ এবং উদর; **পরাঃ**—পরায়ণ; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

জনপদগুলি দস্যুতস্করে অধ্যুষিত হবে, নাস্তিকদের কাল্পনিক ব্যাখ্যায় বেদ দূষিত হবে, রাজনৈতিক নেতারা বস্তুতপক্ষে প্রজাদের ভক্ষণ করবে, আর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা হবে শিশ্নোদর পরায়ণ।

তাৎপর্য

বহু বিশাল নগরী রাত্রিবেলায় নিরাপত্তাবিহীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাত্রিবেলায় নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই চলা ফেরা করবে না—একথা সুস্পষ্ট, কেননা প্রত্যেকেই জানেন যে নিঃসন্দেহে তাকে প্রায় গলা টিপে লুণ্ঠন করা হবে। সাধারণ চোর, এই যুগে যাদের সংখ্যা খুবই প্রচুর, তারা ছাড়াও বড় বড় নগরীগুলি, গলাকাটা ব্যবসায়ীতে পরিপূর্ণ যারা প্রবল উৎসাহের সঙ্গে মানুষকে নিষ্প্রয়োজনীয় এবং এমনকি ক্ষতিকারক বস্তুও ক্রয় করতে বুঝিয়ে থাকে। একথা সুপ্রমাণিত যে গোমাংস, তামাক, মদ এবং অন্যান্য বহু আধুনিক সামগ্রী মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে, তার মানসিক স্বাস্থ্যের আর কী কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক পুঁজিবাদীগণ এই সকল জিনিস ব্যবহার করার জন্য মানুষের প্রত্যয় উৎপাদন করতে যে কোন রকমের মনস্তাত্ত্বিক কৌশল প্রয়োগ করার ব্যাপারে ইতস্তত বোধ করে না। আধুনিক শহরগুলি মানসিক ও পারিবেশিক দূষণে পরিপূর্ণ এবং এমন কি সাধারণ নাগরিকেরাও এই সকল দূষণ সহ্য করতে অক্ষম হচ্ছে।

এই শ্লোকে এ কথাও বলা হচ্ছে যে, এই যুগে বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষাকে বিকৃত করা হবে। বিশাল বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হিন্দুদর্শন সম্পর্কে পড়ানো হয় যেখানে তারা হিন্দুদর্শনকে বহু ঈশ্বরবাদ বলে বর্ণনা করে, যা মানুষকে নিরাকার ব্রহ্ম সাযুজ্যের প্রতি ধাবিত করে, যদিও বৈদিক শাস্ত্রে এর বিরুদ্ধে অজস্র প্রমাণ রয়েছে। বস্তুতপক্ষে, সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র হচ্ছে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত এক সামগ্রিক ব্যাপার, যে কথা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ঘোষণা করেছেন —*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*। "আমিই হচ্ছি সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য" সমস্ত বৈদিক গ্রন্থের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করা। যদিও ভগবান বহু নামে এবং বহুরূপে আবির্ভূত হন, তবুও তিনি হচ্ছেন এক এবং অদ্বিতীয় পরম তত্ত্ব এবং একজন ব্যক্তি। কিন্তু এই প্রকৃত বৈদিক জ্ঞান কলিযুগে আচ্ছাদিত হয়ে গেছে।

এই শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বিচক্ষণতার সঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, রাজনৈতিক নেতারা বাস্তবিকপক্ষেই প্রজাদের ভক্ষণ করবে এবং তথাকথিত পুরোহিত ও বুদ্ধিজীবীরা শিশ্নোদর পরায়ণ হবে। কী দুঃখজনকভাবে এই কথাটি সত্য হয়ে গেছে।

শ্লোক ৩৩

অব্রতা বটবোঽশৌচা ভিক্ষবশ্চ কুটুম্বিনঃ ।
তপস্বিনো গ্রামবাসা ন্যাসিনোঽত্যর্থলোলুপাঃ ॥ ৩৩ ॥

অব্রতাঃ—ব্রত পালনে অক্ষম; **বটবঃ**—ব্রহ্মচারীরা; **অশৌচাঃ**—অশুচি; **ভিক্ষবঃ**—ভিক্ষা করতে আগ্রহী; **চ**—এবং; **কুটুম্বিনঃ**—গৃহস্থরা; **তপস্বিনঃ**—বনবাসী তপস্বীরা; **গ্রাম-বাসাঃ**—গ্রামবাসী; **ন্যাসিনঃ**—সন্ন্যাসীরা; **অত্যর্থ-লোলুপাঃ**—অতিরিক্ত অর্থ লোলুপ।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারীরা তাদের ব্রতপালনে অক্ষম হবে এবং তারা শুচিতা বর্জিত হবে। গৃহস্থরা ভিক্ষা করতে থাকবে। বানপ্রস্থীরা গ্রামে বাস করবে এবং সন্ন্যাসীরা অতিশয় অর্থলোলুপ হবে।

তাৎপর্য

কলিযুগে ব্রহ্মচর্য পালনকারী ছাত্রদের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই। আমেরিকায় ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত বহু বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে কেননা যুবকরা খোলাখুলিভাবেই কামার্ত যুবতীদের অবিরাম সঙ্গ ছাড়া বসবাস করতে অস্বীকার করে। সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ জুড়ে আমরা ব্যক্তিগতভাবে এও লক্ষ্য করেছি যে ছাত্রছাত্রীদের আবাসগুলি পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা জায়গায় বর্তমান, যে কথা এই শ্লোকের '*অশৌচাঃ*' শব্দে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে।

গৃহস্থ ভিক্ষুকদের সম্বন্ধে বলা চলে যে, ভগবদ্ভক্তরা যখন দিব্য গ্রন্থাবলী বিতরণ এবং ভগবানের মহিমা প্রচার করার উদ্দেশ্যে দান সংগ্রহ করতে দরজায় দরজায় গমন করে, বিরক্ত গৃহস্থরা সাধারণত উত্তর দেয় যে "কোন মানুষের কর্তব্য আমাকেই অর্থ দান করা।" কলিযুগের গৃহস্থরা দানশীল নয়। বরং তাদের কৃপণ মনোবৃত্তির ফলে পারমার্থিক ভিক্ষুরা যখন তাদের কাছে যায়, তারা বিরক্ত হয়ে উঠে।

বৈদিক সংস্কৃতিতে, পঞ্চাশ বছর বয়সে স্বামী-স্ত্রী বানপ্রস্থ গ্রহণ করে তপস্যার জীবন ও পারমার্থিক পূর্ণতালাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র স্থানে গমন করেন। তবে আমেরিকার মতো দেশগুলিতে অবসর যাপনের জন্য কিছু শহর নির্মাণ করা হয়েছে

যেখানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা গল্‌ফ্, টেবিল টেনিস ও শাফল্ বোর্ড খেলে এবং প্রেম সংক্রান্ত বিষয়ে লিপ্ত হওয়ার নিদারুণ প্রচেষ্টায় জীবনের শেষ কয়টা বছর অপচয় করে নিজেদের বোকা বানাতে পারে, যদিও তাদের দেহ ভয়ঙ্করভাবে কুঞ্চিত এবং মন বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত হচ্ছে। জীবনের অতি মূল্যবান এই শেষ কয়টি বছর এইরকম নির্লজ্জভাবে অপব্যবহার করার দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে মানুষের অনিচ্ছা খুবই অনমনীয় এবং নিশ্চিতরূপে তা হচ্ছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এক অপরাধ।

ন্যাসিনোঽত্যর্থ-লোলুপাঃ এই কথাগুলির দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রভাবশালী ধর্ম নেতাগণ এবং এমনকি যারা প্রভাবশালী নয়, তারাও সরল মানুষকে প্রতারণা করে তাদের ব্যাঙ্কের টাকা বৃদ্ধি করার জন্য নিজেদেরকে ঈশ্বরের দূত, সন্তপুরুষ এবং অবতার বলে দাবী করবে। তাই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রকৃত ব্রহ্মচারী ছাত্রজীবন, ধার্মিক গৃহস্থ জীবন, মহিমান্বিত ও প্রগতিশীল বানপ্রস্থ এবং খাঁটি পারমার্থিক নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করছে। আজ ১৯৮২সালের ৯ই মে ইন্দ্রিয় ভোগ পরায়ণ ব্রাজিলের রিও ডি জনেইরো নামক শহরে তিনজন যুবককে আমরা সন্ন্যাসদীক্ষা দান করলাম যাদের মধ্যে দুজন হচ্ছেন ব্রাজিলবাসী এবং একজন আমেরিকাবাসী। এই আন্তরিক আশা নিয়ে তাঁদেরকে এই দীক্ষা দেওয়া হল যে তাঁরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে সন্ন্যাস আশ্রমের কঠোর ব্রতসমূহ সম্পাদন করবেন এবং দক্ষিণ আমেরিকায় প্রকৃত পারমার্থিক নেতৃত্বদান করবেন।

শ্লোক ৩৪

হ্রস্বকায়া মহাহারা ভূর্যপত্যা গতহ্রিয়ঃ ।
শশ্বৎ কটুকভাষিণ্যশ্চৌর্যমায়োরুসাহসাঃ ॥ ৩৪ ॥

হ্রস্ব-কায়াঃ—খর্বাকৃতি দেহ বিশিষ্ট; **মহা-আহারাঃ**—ভূরি ভোজনকারী; **ভূরি-অপত্যাঃ**—বহু সন্তানবিশিষ্ট; **গত-হ্রিয়ঃ**—নির্লজ্জ; **শশ্বৎ**—অবিরাম; **কটুকঃ**—কর্কশভাবে; **ভাষিণ্যঃ**—কথা বলে; **চৌর্য**—চৌর্যপ্রবণতা প্রদর্শন করে; **মায়া**—প্রতারণা; **উরু-সাহসাঃ**—এবং অতি ধৃষ্টতা।

অনুবাদ

স্ত্রীদের দেহ হবে খর্বাকৃতি, তারা অতিরিক্ত আহার করবে, লালন পালনে অক্ষম হলেও তারা বহু সন্তান লাভ করবে এবং সম্পূর্ণভাবে নির্লজ্জ হবে। তারা সর্বদা কর্কশভাবে কথা বলবে এবং চৌর্যপ্রবণতা, প্রতারণা এবং অনিয়ন্ত্রিত ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবে।

শ্লোক ৩৫

পণয়িষ্যন্তি বৈ ক্ষুদ্রাঃ কিরাটাঃ কূটকারিণঃ ।
অনাপদ্যপি মংস্যন্তে বার্তাং সাধু জুগুপ্সিতাম্ ॥ ৩৫ ॥

পণয়িষ্যন্তি—বাণিজ্যে লিপ্ত হবে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ক্ষুদ্রাঃ**—ক্ষুদ্র; **কিরাটাঃ**—ব্যবসায়ীগণ; **কূট-কারিণঃ**—প্রতারণায় লিপ্ত হয়ে; **অনাপদি**—যখন কোন জরুরী প্রয়োজন নেই; **অপি**—এমন কি; **মংস্যন্তে**—মানুষ মনে করবে; **বার্তাম্**—পেশা; **সাধু**—ভাল; **জুগুপ্সিতাম্**—যা প্রকৃতপক্ষেই ঘৃণ্য।

অনুবাদ

ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে লিপ্ত হবে এবং প্রতারণার দ্বারা তাদের অর্থ উপার্জন করবে। এমন কি যখন কোনও জরুরী প্রয়োজন থাকবে না, তখনও মানুষ যে কোন ঘৃণ্য কাজকে সম্পূর্ণ গ্রহণীয় বলেই বিবেচনা করবে।

তাৎপর্য

যদিও অন্যান্য পেশা সুলভ, তবুও মানুষ কয়লাখনি, কসাইখানা, ইস্পাত কারখানা, মরুভূমি, তৈলখনি, ডুবোজাহাজ এবং অন্যান্য সমতুল্য জঘন্য পরিস্থিতিতে কাজ করতে ইতস্তত করে না। এখানে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যবসায়ীরা প্রতারণা এবং মিথ্যা কথা বলাকে ব্যবসা করার এক নিখুঁত এবং সম্মানজনক পন্থা বলেই গণ্য করবে। এই সকলই হচ্ছে কলিযুগের বৈশিষ্ট্য।

শ্লোক ৩৬

পতিং ত্যক্ষ্যন্তি নির্দ্রব্যং ভৃত্যা অপ্যখিলোত্তমম্ ।
ভৃত্যং বিপন্নং পতয়ঃ কৌলং গাশ্চাপয়স্বিনীঃ ॥ ৩৬ ॥

পতিম্—পতি; **ত্যক্ষ্যন্তি**—তারা পরিত্যাগ করবে; **নির্দ্রব্যম্**—সম্পত্তিহীন; **ভৃত্যাঃ**—ভৃত্যবর্গকে; **অপি**—এমনকি; **অখিল-উত্তমম্**—ব্যক্তিগত গুণের বিচারে সর্বোত্তম; **ভৃত্যম্**—ভৃত্য; **বিপন্নম্**—বিপদগ্রস্ত; **পতয়ঃ**—প্রভুগণ; **কৌলম্**—বংশপরম্পরাভাবে পরিবারভুক্ত; **গাঃ**—গাভীরা; **চ**—এবং; **অপয়স্বিনীঃ**—দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে যে গাভী।

অনুবাদ

যে প্রভু সম্পত্তিহীন হয়ে গেছেন, ভৃত্য তাকে পরিত্যাগ করবে, এমন কি প্রভু যদি সাধু পুরুষও হন এবং উজ্জ্বল চারিত্রিক দৃষ্টান্তও স্থাপন করেন। প্রভুরাও অক্ষম ভৃত্যকে পরিত্যাগ করবে, সেই ভৃত্য যদি বংশানুক্রমেও সেই পরিবারভুক্ত

হয়। গাভীরা যখন দুধ দিতে অক্ষম হবে, মানুষ তাদের পরিত্যাগ করবে কিংবা হত্যা করবে।

তাৎপর্য

ভারতবর্ষে গাভীকে পবিত্র বলে গণ্য করা হয় এই কারণে নয় যে ভারতবাসীরা পৌরাণিক প্রতীকের আদিম উপাসক, কিন্তু এই জন্য যে হিন্দুরা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বুঝতে পারে যে গাভী হচ্ছে মাতৃবৎ। শৈশবে আমরা প্রায় সকলেই গাভীর দুধ থেকে পুষ্টি লাভ করেছি এবং তাই গাভী আমাদের অন্যতম মাতা। একথা নিশ্চিত যে মানুষের মাতা পবিত্র এবং তাই পবিত্র গাভীকে হত্যা করা আমাদের উচিত নয়।

শ্লোক ৩৭

পিতৃভ্রাতৃসুহৃজ্জ্ঞাতীন্ হিত্বা সৌরতসৌহৃদাঃ ।
ননান্দৃশ্যালসংবাদা দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ কলৌ নরাঃ ॥ ৩৭ ॥

পিতৃ—তাদের পিতৃপুরুষগণ; **ভ্রাতৃ**—ভাই; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, জ্ঞাতি; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **সৌরত**—যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে; **সৌহৃদাঃ**—বন্ধুত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণা; **ননান্দৃ**—শালিকা এবং ননদের সঙ্গে; **শ্যাল**—এবং শ্যালকদের; **সংবাদাঃ**—নিয়মিতভাবে সঙ্গ করে; **দীনাঃ**—চরম দুর্দশাগ্রস্ত; **স্ত্রৈণাঃ**—স্ত্রৈণ; **কলৌ**—কলিযুগে; **নরাঃ**—মানুষেরা।

অনুবাদ

কলিযুগে মানুষেরা হবে চরম দুর্দশাগ্রস্ত এবং স্ত্রৈণ। তারা তাদের পিতামাতা, ভাই জ্ঞাতি এবং বন্ধুদের পরিত্যাগ করে শালিকা, ননদ এবং শ্যালকদের সঙ্গ করবে। এইভাবে বন্ধুত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণা সর্বতোভাবে যৌন বন্ধনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

শ্লোক ৩৮

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষোপজীবিনঃ ।
ধর্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্ ॥ ৩৮ ॥

শূদ্রাঃ—নিম্নস্তরের সাধারণ কর্মচারীগণ; **প্রতিগ্রহীষ্যন্তি**—ধর্ম সংক্রান্ত দানদক্ষিণা গ্রহণ করবে; **তপঃ**—তপস্যার অভিনয়ের দ্বারা; **বেশ**—ভিক্ষুকের বেশে; **উপজীবিনঃ**—জীবিকা নির্বাহ করে; **ধর্মম্**—ধর্ম; **বক্ষ্যন্তি**—বলবে; **অধর্মজ্ঞাঃ**—যারা ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না; **অধিরুহ্য**—আরোহণ করে; **উত্তম-আসনম্**—উচ্চ আসনে।

অনুবাদ

সংস্কৃতিবিহীন ব্যক্তিরা ভগবানের পক্ষে দান গ্রহণ করবে। ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে এবং তপস্যার অভিনয় করে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করবে। যারা ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে কিছুই জানে না, তারা উচ্চাসনে বসে ধর্মকথা আলোচনা করার স্পর্ধা করবে।

তাৎপর্য

এখানে ভণ্ড গুরু, স্বামীজী, পুরোহিত এবং ইত্যাদি মানুষের ব্যাপক বিস্তারের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৯-৪০

নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো দুর্ভিক্ষকরকর্শিতাঃ ।
নিরন্নে ভূতলে রাজননাবৃষ্টিভয়াতুরাঃ ॥ ৩৯ ॥
বাসোঽন্নপানশয়নব্যবায়স্নানভূষণৈঃ ।
হীনাঃ পিশাচসন্দর্শা ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রজাঃ ॥ ৪০ ॥

নিত্যম্—সব সময়; **উদ্বিগ্ন**—উদ্বিগ্ন; **মনসঃ**—তাদের মন; **দুর্ভিক্ষ**—দুর্ভিক্ষের দ্বারা; **কর**—করের দ্বারা; **কর্শিতাঃ**—কৃশতাপ্রাপ্ত; **নিরন্নে**—অন্নহীন; **ভূতলে**—পৃথিবীপৃষ্ঠে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **অনাবৃষ্টি**—অনাবৃষ্টিতে; **ভয়**—ভয়ের দরুণ; **আতুরাঃ**—উদ্বিগ্ন; **বাসঃ**—বস্ত্র; **অন্ন**—খাদ্য; **পান**—পানীয়; **শয়ন**—বিশ্রাম; **ব্যবায়**—কাম; **স্নান**—স্নান করা; **ভূষণৈঃ**—ব্যক্তিগত অলঙ্কার; **হীনাঃ**—বঞ্চিত; **পিশাচ-সন্দর্শাঃ**—দেখতে পিশাচের মতো; **ভবিষ্যন্তি**—তারা হবে; **কলৌ**—কলিযুগে; **প্রজাঃ**—জনগণ।

অনুবাদ

কলিযুগে মানুষের মন সর্বদাই উত্তেজিত থাকবে। হে মহারাজ, দুর্ভিক্ষ এবং কর পীড়িত হয়ে তারা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং সর্বদাই অনাবৃষ্টির ভয়ে উদ্বিগ্ন হবে। পর্যাপ্ত অন্ন, বস্ত্র ও পানীয়ের অভাব হবে এবং তারা উপযুক্ত বিশ্রাম, কাম উপভোগ কিংবা স্নান করতে অক্ষম হবে। তাদের দেহকে সজ্জিত করার কোনও অলঙ্কার থাকবে না। বস্তুতপক্ষে ক্রমে ক্রমে কলিযুগের মানুষদের দেখতে পিশাচের মতোই হবে।

তাৎপর্য

এখানে যে সব লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি ইতিমধ্যেই পৃথিবীর অনেক দেশে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং ক্রমে ক্রমে জড়বাদ ও পাপের প্রভাব প্রসারিত হয়ে অন্যান্য স্থানকেও গ্রাস করবে।

শ্লোক ৪১

কলৌ কাকিণিকেঽপ্যর্থে বিগৃহ্য ত্যক্তসৌহৃদাঃ ।
ত্যক্ষ্যন্তি চ প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি স্বকানপি ॥ ৪১ ॥

কলৌ—কলিযুগে; **কাকিণিকে**—ক্ষুদ্র পয়সার; **অপি**—এমন কি; **অর্থে**—জন্য; **বিগৃহ্য**—শত্রুতা বৃদ্ধি করে; **ত্যক্ত**—পরিত্যাগ করে; **সৌহৃদাঃ**—বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক; **ত্যক্ষ্যন্তি**—তারা পরিত্যাগ করবে; **চ**—এবং; **প্রিয়ান্**—প্রিয়; **প্রাণান্**—তাদের নিজেদের প্রাণ; **হনিষ্যন্তি**—তারা হত্যা করবে; **স্বকান্**—তাদের নিজেদের আত্মীয় স্বজন; **অপি**—এমন কি।

অনুবাদ

কলিযুগে মানুষ এমনকি কয়েক পয়সার জন্যও পরস্পরের প্রতি শত্রুতা করবে। সমস্ত প্রকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পরিত্যাগ করে তারা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকবে এবং তারা এমনকি নিজেদের আত্মীয় স্বজনকেও হত্যা করবে।

শ্লোক ৪২

ন রক্ষিষ্যন্তি মনুজাঃ স্থবিরৌ পিতরাবপি ।
পুত্রান্ ভার্যাং চ কুলজাং ক্ষুদ্রাঃ শিশ্নোদরম্ভরাঃ ॥ ৪২ ॥

ন রক্ষিষ্যন্তি—তারা রক্ষা করবে না; **মনুজাঃ**—মানুষেরা; **স্থবিরৌ**—বয়স্ক; **পিতরৌ**—পিতামাতাকে; **অপি**—এমন কি; **পুত্রান্**—সন্তানদেরকে; **ভার্যাম্**—স্ত্রীকে; **চ**—এবং; **কুলজাম্**—সৎ কুলে জাত; **ক্ষুদ্রাঃ**—ক্ষুদ্র; **শিশ্ন-উদরম্**—উদর এবং উপস্থ; **ভরাঃ**—শুধু ভরণ পোষণ করে।

অনুবাদ

মানুষ তাদের বয়স্ক পিতামাতাকে, সন্তান সন্ততি কিংবা সৎকুলজাতা পত্নীদের আর রক্ষণাবেক্ষণ করবে না। সম্পূর্ণরূপে অধঃপতিত হয়ে তারা শুধু নিজেদের উদর এবং উপস্থকে তুষ্ট করতেই যত্নবান হবে।

তাৎপর্য

এই যুগে বহু মানুষ ইতিমধ্যেই তাদের বয়স্ক পিতামাতাকে অনেক দূরে এক নিঃসঙ্গ এবং প্রায়শই অদ্ভুত বার্ধক্যাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে, যদিও এই সকল বৃদ্ধ পিতামাতারা তাদের সমগ্র জীবন সন্তানদের সেবাতেই উৎসর্গ করেছে।

কচি শিশুদেরও এই যুগে নানাভাবে উৎপীড়ন করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শিশুদের মধ্যে আত্মহত্যার হারও নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কেননা স্নেহাস্পদ-ধার্মিক পিতামাতার সন্তানরূপে তাদের জন্ম হয়নি। তাদের জন্ম হয়েছে অধঃপতিত স্বার্থপর নারীপুরুষের সন্তানরূপে। বস্তুতপক্ষে অনেক সময় শিশুদের জন্ম হয় এই কারণে যে জন্মনিয়ন্ত্রক বড়ি, ঔষধ বা অন্যান্য জন্মনিয়ন্ত্রক কৌশলগুলি সঠিকভাবে কাজ করে না। এই পরিস্থিতিতে, আজকাল পিতামাতার পক্ষে তাদের শিশুদের নৈতিক শিক্ষা দান করা এক অতি কঠিন ব্যাপার হয়ে গেছে। সাধারণত পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানে অজ্ঞ হওয়ার ফলে পিতামাতারা তাদের সন্তানদেরকে মুক্তির পথে পরিচালিত করতে পারে না এবং এইভাবে পরিবার জীবনে তাদের মূল দায়িত্ব পালন করতে তারা ব্যর্থ হয়।

এই শ্লোকের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, যৌন ব্যভিচার এক সাধারণ ব্যাপারে পর্যবসিত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ আহার এবং রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রচণ্ডভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে, যাকে তারা পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।

শ্লোক ৪৩

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্ ।
প্রায়েণ মর্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ ॥ ৪৩ ॥

কলৌ—কলিযুগে; **ন**—না; **রাজন্**—হে মহারাজ; **জগতাম্**—বিশ্বের; **পরম্**—পরম; **গুরুম্**—গুরু; **ত্রিলোক**—ত্রিলোকের; **নাথ**—বিভিন্ন প্রভুর দ্বারা; **আনত**—নতমস্তক; **পাদপঙ্কজম্**—যার পাদপঙ্কজ; **প্রায়েণ**—প্রায়শই; **মর্ত্যাঃ**—মানুষ; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অচ্যুতম্**—ভগবান অচ্যুত; **যক্ষ্যন্তি**—তারা যজ্ঞ করবে; **পাষণ্ড**—নাস্তিক্যবাদের দ্বারা; **বিভিন্ন**—বিপদগামী; **চেতসঃ**—তাদের বুদ্ধি।

অনুবাদ

হে মহারাজ, কলিযুগে মানুষের বুদ্ধি নাস্তিক্যবাদের দ্বারা বিপথগামী হবে এবং তারা প্রায় কখনই পরম জগদ্গুরু পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে কোন যজ্ঞ নিবেদন করবে না। যদিও ত্রিলোকের নিয়ন্তা মহান দেবতাগণও সকলেই পরমেশ্বরের চরণে প্রণত হয়, তবুও এই যুগের তুচ্ছ এবং আর্ত মর্ত্যবাসীগণ তা করবে না।

তাৎপর্য

সমস্ত অস্তিত্বের উৎস পরম সত্যকে অনসন্ধান করার প্রেরণা স্মরণাতীতকাল ধরে দার্শনিক, ঈশ্বরতাত্ত্বিক এবং অন্যান্য বিভিন্ন মার্গের বুদ্ধিজীবীদের উদ্বুদ্ধ করেছে এবং আজও উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। তবে যাই হোক, নিত্য বর্ধমান তথাকথিত বহুমুখী দর্শন, ধর্মমত, পথ এবং জীবনধারা প্রভৃতি বিষয়কে ধীরভাবে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি যে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরম লক্ষ্যবস্তু বলতে তারা নিরাকার নৈর্ব্যক্তিক কোনও এক সত্তাকেই বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু এই নিরাকার নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের বহু গুরুতর যৌক্তিক ত্রুটি রয়ে গেছে। যুক্তির সাধারণ নিয়ম অনুসারে কোনও বিশেষ কার্যের মধ্যে তার স্বীয় কারণের স্বভাব বা গুণগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মূর্ত হওয়া উচিত। এইভাবে বলা যায় যে, যার কোনও ব্যক্তিত্ব বা সক্রিয়তা নেই, তার পক্ষে সমস্ত ব্যক্তিত্ব এবং সক্রিয়তার কারণ হওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

পরম সত্য সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসার অদম্য স্পৃহা প্রায়শই সমস্ত প্রকাশের উৎস আবিষ্কার করার জন্য আমাদের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক তথা রহস্যবাদী প্রচেষ্টার মধ্যেই প্রকাশিত হয়। এই জড় জগৎ যাকে আপাতদৃষ্টিতে কার্যকারণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক অনন্ত জাল বলে মনে হয়, তা নিশ্চিতরূপে পরম সত্য নয়, কেন না জড় উপাদান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ থেকে বুঝা যায় যে এই জগতের উপাদান যে জড় শক্তি, তা অনন্তরূপে বিভিন্ন আকার এবং অবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। সুতরাং জড় সত্তার কোন বিশেষ একটি অবস্থার দৃষ্টান্ত অন্য সমস্ত বস্তুর পরম উৎস হতে পারে না।

আমরা হয়তো কল্পনা করতে পারি যে, কোনও না কোনও রূপে জড় বস্তু চিরকাল বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এই তত্ত্ব ম্যাসাচুসেট-এর ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির তাত্ত্বিকদের মতো আধুনিক বিশ্বতাত্ত্বিকদের কাছে আর আকর্ষণীয় বলে মনে হয় না। আমরা যদি একথা স্বীকারও করি যে জড়বস্তু নিত্যকাল বিদ্যমান রয়েছে, তবুও আমরা যদি পরম সত্যকে আবিষ্কার করার ব্যাপারে আমাদের দার্শনিক প্রেরণাকে পরিতৃপ্ত করতে চাই, তাহলেও আমাদের চেতনার উৎস সম্পর্কে অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে। যদিও আধুনিক গোঁড়া অভিজ্ঞতাবাদীগণ বলেন যে জড়বস্তু ছাড়া কোনও কিছুরই বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তবুও প্রত্যেকেই সাধারণ অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারেন যে চেতনা পাথর, পেন্সিল বা জলের মতো একই প্রকারের বস্তু নয়। স্বয়ং সচেতনতা তার চিন্তনীয় বিষয় থেকে স্পষ্টতই ভিন্ন। এটি কোনও জড় সত্তা নয়, বরং এ হচ্ছে প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধির একটি পন্থা মাত্র। একদিকে যদিও জড় বস্তু এবং চেতনার মধ্যে এক সুশৃঙ্খল পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে, অন্যদিকে জড়বস্তুই যে চেতনার

উৎস সে সম্পর্কে কঠোর অভিজ্ঞতা ভিত্তিক এমন কোনও প্রমাণই নেই। এইভাবে জড় জগৎ নিত্যকাল বিদ্যমান রয়েছে এবং তাই জড় জগতই হচ্ছে পরম সত্য— এই যে তত্ত্ব, তা বিজ্ঞান সম্মতভাবে কিংবা অনুভূতিমূলকভাবেও চেতনার উৎস সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করে না। অথচ এই চেতনাই হচ্ছে আমাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে মৌলিক এবং বাস্তব বিষয়।

অধিকন্তু, বিংহামটনের নিউইয়র্ক স্টেইট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রিচার্ড থমসন প্রামাণিকভাবে যা ব্যাখ্যা করেছেন এবং পদার্থবিদ্যায় নোবেল বিজয়ী বহু বৈজ্ঞানিক যে কথা নিশ্চিতরূপে সমর্থন করেছেন এবং তার গবেষণার প্রশংসা করেছেন, তা হচ্ছে জড় বস্তুর রূপান্তরকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক নিয়মগুলিতে আমাদের দেহের মধ্যে এবং অন্যান্য জীবদেহে যে সমস্ত অচিন্ত্য জটিল ঘটনাসমূহ ঘটে চলেছে সেসব ব্যাখ্যা করার মতো পর্যাপ্ত জটিল তথ্য আদৌ নেই। অন্যভাবে বলা যায়, প্রকৃতির এই জড় নিয়মগুলি চেতনার অস্তিত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতেই যে ব্যর্থ হয়েছে শুধু তাই নয়, এগুলি এমন কি জটিল জৈব স্তরে সংঘটিত জড় উপাদান সমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকেও ব্যাখ্যা করতে পারে না। এমন কি পাশ্চাত্য জগতের প্রথম মহান দার্শনিক সক্রেটিসও জড়বাদী নিয়মের ভিত্তিতে পরম কারণকে প্রতিষ্ঠিত করার এই প্রচেষ্টায় নিদারুণভাবে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

সূর্যরশ্মির উত্তাপ এবং জ্যোতির্ময়তা যে কোন যুক্তিনিষ্ঠ মানুষের কাছে সন্তোষজনকভাবে একথাই প্রমাণ করে যে রশ্মিসমূহের উৎস যে সূর্য, তা নিশ্চয়ই কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন শীতল গোলক নয়, বরং তা হচ্ছে প্রায় অসীম উত্তাপ এবং আলোকের আধার। অনুরূপভাবে, এই সৃষ্টিতে ব্যক্তিচেতনা এবং ব্যক্তিত্বের অসংখ্য দৃষ্টান্তগুলি প্রয়োজনের থেকেও অধিকতর প্রমাণ দেয় যে, কোথাও না কোথাও চেতনা এবং ব্যক্তিত্বমূলক আচরণের এক অসীম উৎস রয়ে গেছে। গ্রীক দার্শনিক প্লটো তার ফিলেবাস নামক সংলাপে যুক্তি দেখিয়েছেন যে আমাদের দেহের মধ্যে জড় উপাদানগুলি ঠিক যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অস্তিত্বশীল জড় উপাদানের এক বিশাল আধার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ঠিক তেমনি আমাদের যুক্তি-বুদ্ধিও এই ব্রহ্মাণ্ডে অস্তিত্বশীল এক মহাজাগতিক বুদ্ধি থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। এই পরম বুদ্ধিই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা ভগবান। দুর্ভাগ্যবশত, কলিযুগে বহু নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদ এই কথা বুঝতে পারেন না। আমাদের ব্যক্তিত্বমূলক চেতনার উৎস যে পরম সত্য, তাঁরও যে চেতনা এবং ব্যক্তিত্ব রয়েছে, তারা বরং একথা অস্বীকারই করেন। সূর্যকে শীতল এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন বলা যেমন যুক্তিহীন, একথা বলাও তেমনই যুক্তিহীন।

কলিযুগের অনেক মানুষ বহু গতানুগতিক সস্তা যুক্তির উপস্থাপনা করেন। যেমন "ভগবানের যদি দেহ এবং ব্যক্তিত্ব থাকতো, তাহলে তিনি তো সীমিত হয়ে যেতেন।" যুক্তির এই অপর্যাপ্ত প্রচেষ্টায় একটি বিশিষ্ট পদকে ভ্রান্তিবশত ব্যাপক অর্থে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আসলে যা বলা উচিত, তা হচ্ছে—"আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জড় ব্যক্তিত্ব বা জড় দেহের মতো ভগবানেরও যদি জড় ব্যক্তিত্ব বা জড় দেহ থাকে, তাহলে তিনি সীমিত হয়ে যাবেন।" কিন্তু আমরা এই বিশেষ গুণ নির্ধারক 'জড়' বিশেষণটিকে পরিত্যাগ করি এবং এক তথাকথিত ব্যাপক অর্থ প্রয়োগ করি, যাতে মনে হয় যে আমরা যেন দেহ এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সামগ্রিক সত্তার পূর্ণাঙ্গ পরিসরটি পূর্ণরূপেই হৃদয়ঙ্গম করে ফেলেছি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্র আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে পরম সত্যের দিব্য রূপ এবং ব্যক্তিত্ব হচ্ছে অসীম। স্পষ্টতই, অসীম ভগবান হতে হলে তাকে শুধু পরিমাণগতভাবে নয়, তাকে গুণগতভাবেও অসীম হতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের এই যান্ত্রিক কারিগরী সভ্যতার যুগে অসীম তত্ত্বকে আমরা শুধু পরিমাণগতভাবেই সংজ্ঞা দেওয়ার প্রবণতা বোধ করি এবং এইভাবে অসীম ব্যক্তিত্বমূলক গুণগুলিও যে অসীম তত্ত্বের অত্যাবশ্যক অঙ্গ, তা লক্ষ্য করতে আমরা ব্যর্থ হয়ে পড়ি। অন্যভাবে বলা যায় যে অসীম সৌন্দর্য, অসীম ঐশ্বর্য, অসীম বুদ্ধিমত্তা, অসীম রসময়তা, অসীম দয়া, অসীম ক্রোধ প্রভৃতি গুণাবলী অবশ্যই ভগবানের মধ্যে রয়েছে। অসীম মানেই পরম এবং এই জগতে আমরা যা কিছু দেখি, সে সব যদি কোনও না কোনও ভাবে পরম সত্য সম্পর্কে আমাদের ধারণার মধ্যে না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে তা হচ্ছে কোনও জীবিত সত্যের ধারণা, তা আদৌ পরম সত্যের ধারণা নয়।

শুধু কলিযুগেই ঐ সকল মহামূর্খ তথাকথিত দার্শনিকদের দেখা যায় যারা সমস্ত পরিভাষার পরম পরিভাষা এই ঈশ্বরকে জড়বাদী আপেক্ষিক উপায়ে সংজ্ঞা নিরূপণ করার মতো অহংকার করে এবং নিজেদেরকে অতি জ্ঞানী চিন্তাবিদ্‌রূপে জাহির করে। আমাদের মগজ যত বড়ই হোক না কেন, পরমেশ্বর ভগবানের চরণে তাকে স্থাপন করার মতো সাধারণ জ্ঞানটুকু আমাদের অবশ্যই থাকা উচিত।

শ্লোক ৪৪

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্ ।
বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ॥ ৪৪ ॥

যৎ—যাঁর; **নামধেয়ম্**—নাম; **ম্রিয়মানঃ**—মৃত্যুপথযাত্রী; **আতুরঃ**—দুঃখিত; **পতন্**—পতনশীল; **স্খলন্**—স্খলিতবাক; **বা**—অথবা; **বিবশঃ**—অসহায়ভাবে; **গৃণন্**—জপ কীর্তন করে; **পুমান্**—ব্যক্তি; **বিমুক্ত**—মুক্ত হয়; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **অর্গলঃ**—শৃঙ্খল থেকে; **উত্তমাম্**—উত্তম; **গতিম্**—গতি; **প্রাপ্নোতি**—লাভ করে; **যক্ষ্যন্তি ন**—তারা আরাধনা করে না; **তম্**—তাঁকে, পরমেশ্বর ভগবানকে; **কলৌ**—কলিযুগে; **জনাঃ**—জনগণ।

অনুবাদ

মৃত্যুপথযাত্রী সন্ত্রস্ত ব্যক্তি তার শয্যায় পতিত হয়। যদিও তার কণ্ঠ স্খলিত হয় এবং সে যা বলে সে সম্পর্কে প্রায় অচেতন, তবুও সে যদি পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করে, তাহলে তার সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং পরমলক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কলিযুগের মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করবে না।

তাৎপর্য

একটি ঘোড়াকে জলের কাছে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তাকে জল খাওয়াতে পারেন না।

শ্লোক ৪৫

পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্ ।
সর্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৫ ॥

পুংসাম্—মানুষের; **কলিকৃতান্**—কলিকৃত; **দোষান্**—দোষ সমূহ; **দ্রব্য**—দ্রব্যসমূহ; **দেশ**—স্থান; **আত্ম**—এবং ব্যক্তিগত স্বভাব; **সম্ভবান্**—ভিত্তি করে; **সর্বান্**—সব; **হরতি**—হরণ করে; **চিত্তস্থঃ**—চিত্তে স্থিত; **ভগবান্**—সর্বশক্তিমান ভগবান; **পুরুষোত্তমঃ**—পুরুষোত্তম।

অনুবাদ

কলিযুগে, দ্রব্যসমূহ, স্থান এবং এমন কি মানুষের ব্যক্তিত্ব—সকলই কলুষিত। তা সত্ত্বেও যে মানুষ তাঁর চিত্ত ভগবানে স্থির করেছেন, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান তাঁর জীবন থেকে এই প্রকার সমস্ত কলুষই বিদূরিত করে থাকেন।

শ্লোক ৪৬

শ্রুতঃ সঙ্কীর্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপি বা ।
নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রুতঃ—শ্রুত; **সংকীর্তিতঃ**—মহিমা কীর্তিত; **ধ্যাতঃ**—ধ্যান করা হয়েছে; **পূজিতঃ**—পূজিত; **চ**—এবং; **আদৃতঃ**—আদৃত; **অপি**—এমন কি; **বা**—অথবা; **নৃণাম্**—মানুষের; **ধুনোতি**—পরিষ্কার করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হৃৎ-স্থঃ**—তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত; **জন্ম অযুত**—সহস্র জন্মের; **অশুভম্**—অশুভ কলুষ।

অনুবাদ

কোন ব্যক্তি যদি তাঁর হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বর ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন, ধ্যান করেন, তাঁর আরাধনা করেন কিংবা শুধুমাত্র তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তাহলে ভগবান তার সহস্র সহস্র জন্মের অর্জিত কলুষ বিদূরিত করবেন।

শ্লোক ৪৭

যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নির্দুর্বর্ণং হন্তি ধাতুজম্ ।
এবমাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভাশয়ম্ ॥ ৪৭ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **হেম্নি**—স্বর্ণের মধ্যে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **বহ্নিঃ**—আগুন; **দুর্বর্ণম্**—নষ্ট রঙকে; **হন্তি**—ধ্বংস করে; **ধাতুজম্**—অন্য ধাতুজ কলুষ; **এবম্**—একইভাবে; **আত্মগতঃ**—আত্মায় প্রবিষ্ট হলে; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **যোগিনাম্**—যোগিদের; **অশুভ-আশয়ম্**—কলুষিত মন।

অনুবাদ

ঠিক যেমন স্বর্ণের মধ্যে আগুন প্রয়োগ করলে অন্য ধাতুজ বর্ণের কলুষ বিদূরিত হয়, ঠিক তেমনি হৃদয়ে অবস্থিত ভগবান শ্রীবিষ্ণু যোগিদের মন পবিত্র করেন।

তাৎপর্য

কোন মানুষ যদিও অষ্টাঙ্গ যোগের অভ্যাস করতে পারে, কিন্তু তার প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করে তার হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বরের কৃপার উপর। এটি প্রত্যক্ষভাবে তার তপস্যা এবং ধ্যানের ফল নয়। যোগের নাম করে কেউ যদি মূর্খের মতো অহংকার বোধ করে, তাহলে তার আধ্যাত্মিক অবস্থা হাস্যকর হয়ে উঠে।

শ্লোক ৪৮

বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী-
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ ।

নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে ॥ ৪৮ ॥

বিদ্যা—দেবতাদের উপাসনার দ্বারা; **তপঃ**—তপস্যা; **প্রাণ-নিরোধ**—প্রাণায়াম; **মৈত্রী**—মৈত্রী; **তীর্থ-অভিষেক**—তীর্থে স্নান; **ব্রত**—কঠোর ব্রত; **দান**—দান; **জপ্যৈঃ**—বিভিন্ন মন্ত্রের জপ; **ন**—না; **অত্যন্ত**—সম্পূর্ণ; **শুদ্ধিম্**—শুদ্ধি; **লভতে**—লাভ করতে পারে; **অন্তঃ-আত্মা**—মন; **যথা**—যেমন; **হৃদিস্থে**—তিনি যখন হৃদয়ে স্থিত হন; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **অনন্তে**—অসীম ভগবান।

অনুবাদ

হৃদয়ে অনন্ত ভগবান আবির্ভূত হলে মনে যে পরম পবিত্রতা লাভ করা সম্ভব, তা কখনো দেবতা-উপাসনা, তপস্যা, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থস্নান, ব্রত, দান এবং নানাবিধ মন্ত্র জপের দ্বারা লাভ করা যেতে পারে না।

শ্লোক ৪৯

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্ ।
ম্রিয়মাণো হ্যবহিতস্ততো যাসি পরাং গতিম্ ॥ ৪৯ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **সর্ব-আত্মনা**—সমস্ত প্রচেষ্টার দ্বারা; **রাজন্**—হে মহারাজ; **হৃদিস্থম্**—আপনার হৃদয়ে; **কুরু**—করুন; **কেশবম্**—ভগবান কেশবকে; **ম্রিয়মাণঃ**—ম্রিয়মান; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অবহিতঃ**—নিবদ্ধ; **ততঃ**—তারপর; **যাসি**—গমন করবেন; **পরাম্**—পরম; **গতিম্**—গতি।

অনুবাদ

সুতরাং, হে মহারাজ, পরমেশ্বর শ্রীকেশবকে আপনার হৃদয়ে ধারণ করার জন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা করুন। ভগবানে মনকে এইভাবে নিবদ্ধ করুন এবং মৃত্যুর সময় আপনি নিশ্চয়ই পরমগতি লাভ করবেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যদিও সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত, *হৃদিস্থং কুরু কেশবম্* কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে হৃদয়ে ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করার জন্য এবং প্রতিমুহূর্তে সেই চেতনাকে ধারণ করার জন্য মানুষের প্রচেষ্টা করা উচিত। এই জগৎ পরিত্যাগ করার প্রাক্কালে পরীক্ষিৎ মহারাজ তাঁর গুরুদেব শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে চরম উপদেশ গ্রহণ করছেন। মহারাজের আসন্ন মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্লোকটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

শ্লোক ৫০

ম্রিয়মাণৈরভিধ্যেয়ো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ ।
আত্মভাবং নয়ত্যঙ্গ সর্বাত্মা সর্বসংশ্রয়ঃ ॥ ৫০ ॥

ম্রিয়মাণৈঃ—ম্রিয়মান ব্যক্তিদের দ্বারা; **অভিধেয়ঃ**—ধ্যান করা হয়; **ভগবান্**—ভগবান; **পরম ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর; **আত্ম-ভাবম্**—তাদের প্রকৃত স্বরূপ; **নয়তি**—তাদের নিয়ে যায়; **অঙ্গ**—হে মহারাজ; **সর্ব-আত্মা**—পরমাত্মা; **সর্ব-সংশ্রয়ঃ**—সমস্ত জীবের আশ্রয়।

অনুবাদ

হে রাজন্, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। তিনিই পরম আত্মা এবং সমস্ত জীবের আশ্রয়। ম্রিয়মান ব্যক্তিরা যখন তার ধ্যান করেন, তিনি তখন তাঁদের কাছে তাঁদের নিত্য চিন্ময় স্বরূপ ব্যক্ত করেন।

শ্লোক ৫১

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ৫১ ॥

কলেঃ—কলিযুগের; **দোষ-নিধেঃ**—দোষের সমুদ্রে; **রাজন্**—হে রাজা; **অস্তি**—আছে; **হি**—নিশ্চয়ই; **একঃ**—এক; **মহান্**—মহান; **গুণঃ**—গুণ; **কীর্তনাৎ**—কীর্তনের দ্বারা; **এব**—নিশ্চয়ই; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম; **মুক্ত-সঙ্গঃ**—জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে; **পরম্**—দিব্য চিন্ময়ধামে; **ব্রজেৎ**—যেতে পারেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, যদিও কলিযুগ হচ্ছে এক দোষের সাগর, তবুও তার একটি মহান গুণ আছে—শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে মানুষ জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমধামে উন্নীত হবেন।

তাৎপর্য

কলিযুগের অসংখ্য দোষ বর্ণনা করার পর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন এর একটি উজ্জ্বল গুণের কথা উল্লেখ করছেন। ঠিক যেমন একজন প্রবল পরাক্রমী রাজা অসংখ্য চোরদের হত্যা করতে পারেন, তেমনি একটি উজ্জ্বল পারমার্থিক গুণ এই যুগের সমস্ত কলুষকে ধ্বংস করতে পারে। বিশেষত এই পতিত যুগে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র জপ কীর্তনের মহিমাকে অতিমূল্যায়ণ করা এক অসম্ভব ব্যাপার।

শ্লোক ৫২

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥ ৫২ ॥

কৃতে—সত্যযুগে; **যৎ**—যা; **ধ্যায়তঃ**—ধ্যান করা থেকে; **বিষ্ণুম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **ত্রেতায়াম্**—ত্রেতাযুগে; **যজতঃ**—পূজা থেকে; **মখৈঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **দ্বাপরে**—দ্বাপর যুগে; **পরিচর্যায়াম্**—শ্রীকৃষ্ণের চরণের আরাধনা করে; **কলৌ**—কলিযুগে; **তৎ**—ঠিক সেই ফল (লাভ করা যায়); **হরি কীর্তনাৎ**—শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা।

অনুবাদ

সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করে, ত্রেতা যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এবং দ্বাপর যুগে ভগবানের চরণ পরিচর্যার মাধ্যমে যা কিছু ফল লাভ হয়, কলিযুগে শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমেই সেই ফল লাভ হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

বিষ্ণু পুরাণে (৬/২/১৭) এবং *পদ্ম পুরাণ* (উত্তর খণ্ড, ৭২/২৫) এবং *বৃহন্নারদীয় পুরাণেও* (৩৮/৯৭) অনুরূপ একটি শ্লোক পাওয়া যায়।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াংদ্বাপরেঽর্চয়ন্ ।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবম্ ॥

"সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা ত্রেতাযুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা এবং দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদ অর্চনের দ্বারা যা কিছু ফল লাভ হত, কলিযুগে শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকেশবের নাম কীর্তনের দ্বারা সেই ফল লাভ হয়।"

কলিযুগে মানুষের অধপতিত অবস্থা সম্পর্কে *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ* থেকে শ্রীল জীব গোস্বামী আরও কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন—

অতঃ কলৌ তপোযোগ-বিদ্যা-যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
সাঙ্গা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিঃ ॥

"এইভাবে কলিযুগে তপ অনুশীলন, ধ্যান যোগ, বিগ্রহ অর্চন, যজ্ঞ প্রভৃতি এবং এদের বিভিন্ন আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানসমূহ এমন কি অত্যন্ত পারদর্শী দেহবদ্ধ জীবাত্মার দ্বারাও সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হবে না।"

শ্রীল জীব গোস্বামী এই যুগে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের আবশ্যকতা সম্পর্কে *স্কন্দ পুরাণের* চাতুর্মাস্য মাহাত্ম্যেরও উল্লেখ করেছেন—

তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্তনম্ ।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥

"এইভাবে এই জগতের উত্তম তপস্যা হচ্ছে ভগবান শ্রীহরির নাম কীর্তন করা। বিশেষত এই কলিযুগে, সংকীর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন।"

সিদ্ধান্তে বলা যায় যে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র, যার দ্বারা কলিযুগের বিপদ সঙ্কুল সমুদ্র থেকে মানব সমাজকে উদ্ধার করা যেতে পারে, তার জপ ও কীর্তনে বিশ্বজুড়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যাপক প্রচার করা উচিত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'ভূমি গীতা' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।